NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ শিবরাম চক্রবর্তীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

নাড্ডার নেতৃত্বে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ বিজেপির ৭

কলকাতা ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.12.2023, Vol.17, Issue No. 181, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

শুভেন্দুকে আটকাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরকন্যা যাওয়ার পথে পুলিশি বাধায় আটকে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহারের বিধায়ক মিহির গোস্বামী এবং বিজেপির অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে উত্তরকন্যা যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান শুভেন্দু। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন। কেন উত্তরকন্যা যেতে পারছেন না বিজেপি বিধায়কেরা, প্রশ্ন তোলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। শুভেন্দু অভিযোগ করেন উত্তরবঙ্গ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি সেই ব্যবস্থা দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু পুলিশের বাধায় আটকে গিয়েছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'কী ভাষা দেখুন! বলছে, বিধায়কদের ঢুকতে দেব না। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে বিয়েবাড়িতে এসেছিলেন। ছবি তুলতে এসেছিলেন। সচিবালয় কেমন চলছে, দেখতে এসেছিলাম। দেখলাম, মহিলা পুলিশকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে। আমরা তাঁদের মায়ের চোখে দেখি। তাঁদের সঙ্গে যাতে ধাক্কাধাক্কি হয়, সে জন্য তাঁদের লাইন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'

সিবিএসই দশম-দ্বাদশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিন আগেই ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বা আইসিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ঘোষণা হয়েছে ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট বা আইএসসির দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার দিনক্ষণও। এবার প্রকাশ করা হল সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার দিন। নয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দশমের পরীক্ষা শুরু ২০২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। শেষ হবে ১৩ মার্চ। অন্যদিকে দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। শেষ হচ্ছে ২ এপ্রিল।

কাউন্সেলিং বন্ধ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ প্রাথমিকের ১৪ হাজার শূন্যপদের জন্য কাউন্সেলিং চলবে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, কাউন্সেলিং বন্ধ করা যাবে না। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কাউন্সেলিং চালিয়ে যেতে পারবে স্কুল সার্ভিস কমিশন । হাইকোর্ট নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ দিলে তা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে।

বাদ প্রধান বিচারপতি!

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি এবং কর্তব্যের শর্তাবলি বদলে ফেলতে সক্রিয় হল নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় পাশ করানো হল বিতর্কিত বিল। বিরোধী সাংসদদের তুমুল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সংসদের উচ্চকক্ষে পাশ হওয়া ওই বিতর্কিত বিলে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে কেন্দ্র।

'ভারতকে নেতৃত্ব দেবে বাংলাই', উত্তরবঙ্গ থেকে বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর কয়েক মাস পরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন নেতা-মন্ত্রীরা। ঠিক যেমন মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন বাংলাই ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবে। ১৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের চতুর্থ বৈঠক। তার আগে উত্তরবঙ্গের সভা থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামিকাল দেশ যা ভাবে বাংলা তা আজ ভাবে। তাই আমাদের বাংলাই ভারতকে নেতৃত্ব দেবে। আমাদের বাংলাই সব দেশকে নেতৃত্ব দেবে। আর সকলকে আমরা মর্যাদা দেব। সকলের জন্য কাজ করব।'

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরের শেষ দিনে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠান থেকে সরকারি আধিকারিকদের সতর্ক করেন। তাঁর নিশানায় ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। বিএলআরও-দের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি বার্তা, 'কোনও কোনও বিএলআরও দুষ্টু লোকদের সঙ্গে মিশে জমির পাট্টা নিয়ে দুর্নীতি করছে। আমি মুখ্যসচিবকে বলছি, এঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে। যে কোনও দুর্নীতিতে কোনও সরকারি অফিসার যুক্ত থাকলে ছাড়া হবে না। কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।'

এর আগেও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজকর্মে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহুদিন ধরে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে গ্রাহকদের হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। তা কানে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীরও। আর তার পরই তিনি নিজে এই দপ্তরের কাজের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে জমিহারাদের জমির পাট্টা বিলির কাজ চলছে। সরকারি উদ্যোগে এই কাজে কোনওরকম গরমিল পেলে অভিযোগের তির উঠছে বিএলআরও-দের দিকেই। আর তা নিয়েই শিলিগুড়ির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'কয়েকজন বিএলআরও অবৈধ কাজে যুক্ত হচ্ছে। জমির পাট্টা বিক্রি করছে বলে অভিযোগ পাচ্ছি। মুখ্যসচিবকে বলছি, অভিযোগ খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'কোনও রাজনৈতিক নেতার বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হলে, তা ফলাও করে সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয়। কিন্তু কোনও সরকারি আধিকারিক ঘুষ নিলে, তা চাপা পড়ে যায়। আমি বলছি, আমাদের রাজ্যে কোনও সরকারি আধিকারিক ঘুষ নিলে কিন্তু ছাড় পাবেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে সরকার।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, মমতার এই বার্তা কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করেই। পাঁচ রাজ্যে ভাল ফল হয়নি তাদের। ফলে ইন্ডিয়া জোটের ভিতরে আসন দরাদরি বা রফা যাই হোক তাতে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে হাত শিবির। ফলত, ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার এই সুযোগকে কি হাতছাড়া করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো? প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রেও এগিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন তিনি। শুধু তাই নয়, তৃণমূল যাতে গুরুত্ব পায় সেই প্রয়াসও জারি থাকবে। বস্তুত, এই পরিস্থিতিতে জোটের যা অবস্থা কংগ্রেসের পর বড় দল বলতে তৃণমূল। তাই বাংলাকে অবশ্যই ইস্যু করতে চাইবে ঘাসফুল শিবির তেমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের। গত বিধানসভা ভোটের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, তৃণমূলের স্লোগান ছিল, 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়'। ফলত, অনুমান করা যেতেই পারে তৃণমূল সুপ্রিমো হয়ত রাহুল গান্ধির সঙ্গে কথা বলবেন কংগ্রেস তৃণমূল যাতে জোট করে নির্বাচন লড়ে। তাহলে এ রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে অধীক আসন 'ইন্ডিয়া' পেতে পারবে। কারণ, সদ্য পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাহুল গান্ধি তাঁকে ফোন করেছিলেন। তাই জোটে নিজেদের গুরুত্ব বোঝাতে তৃণমূল যে সর্ব শক্তি দিয়ে নামবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

বিএলআরও-দের কড়া বার্তা

আগামী সপ্তাহেই সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া টাকা নিয়ে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে সময় চেয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী দেখা করার জন্য সময় দিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহেই দিল্লিতে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর। আগামী ১৯ দিল্লিতে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার বৈঠক ডেকেছে কংগ্রেস। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলার বকেয়া নিয়ে বৈঠক কররতে চান তিনি। তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি সময় চেয়েছেন। এদিন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় বৈঠকের সময় ধার্য করা হয়েছে। আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর দিল্লিতেই থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির সফরে তাঁর কী কী পরিকল্পনা আছে, সেই বিষয়ে আগেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতা জানিয়েছিলেন, কয়েকজন সংসদেক নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। বাংলার প্রাপ্য টাকা নিয়ে কথা বলতে চান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তাঁর কাছে ১৮, ১৯ বা ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনও এক দিন সাক্ষাতের সময় চেয়েছি। ১০০ দিনের টাকা, বাংলার বাড়ি, গ্রামীণ রাস্তা; এই সমস্ত খাতে বাংলার প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে নিয়েই কথা বলার আছে। ওরা জিএসটির টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাংলা থেকে। অথচ বাংলার প্রাপ্য সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ভাগের টাকা পাচ্ছি না। সে ব্যাপারেই কথা বলব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।' নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সেই চিঠির জবাব এসেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি আগামী সপ্তাহের বুধবারই দেখা করার সময় দিয়েছেন।

মোদির আমন্ত্রণে আসতে পারছেন না জো বাইডেন

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ কর্মসূচিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু অন্য কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকার কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছেন না বলে বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে। বাইডেনের অনুপস্থিতির কারণে জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে কোয়াড ('কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়লগ') বৈঠকও বাতিল হচ্ছে বলে ওই সূত্রের দাবি।

সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের পার্শ্ববৈঠকে বাইডেনকে ২৬ জানুয়ারির কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোদি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সে বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। যদিও ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি সে কথা জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের প্রেসিডেন্ট জানুয়ারির শেষপর্বে ভারত সফরের বিষয়ে বিবেচনা করছেন।'

শুধু বাইডেন নয়, চর্তুদেশীয় অক্ষের (কোয়াড) বোঝাপড়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে 'বিশেষ অতিথি' হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে বলে সে সময় কেন্দ্রের একটি সূত্রে খবর মিলেছিল। সে ক্ষেত্রে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের মোকাবিলায় কোয়াড-এর চার সদস্যরাষ্ট্রের (ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান) সমন্বয় আরও নিবিড় করার লক্ষ্যে নয়াদিল্লিতে চার রাষ্ট্রনেতার বৈঠক হবে বলেও জানা গিয়েছিল। কিন্তু বাইডেনের অনুপস্থিতির কারণে সেই বৈঠক হবে না বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে নয়াদিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারত সরকার। কিন্তু, ঘরোয়া কর্মসূচির কারণে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি ট্রাম্প। তার আগে, ২০১৫ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন বারাক ওবামা।

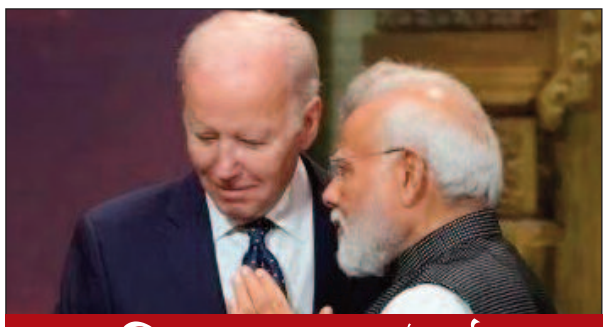

বাতিল কোয়াড বৈঠক

বিদায় বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া

রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী 'সংঘ ঘনিষ্ঠ' ভজনলাল শর্মা

জয়পুর, ১২ ডিসেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের সাতদিন পর বিজেপি ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে দুই মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করলেও মরুরাজ্য নিয়ে জট কাটছিল না। শোনা যাচ্ছিল, 'রাজমাতা' বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া চাইছেন ফের মসনদে বসতে। কিন্তু তাঁকে আর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে রাজি নয় গেরুয়া শিবির। ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং, মধ্যপ্রদেশে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে 'ছেঁটে' ফেলার পরে এ বার রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের জমানাতেও ইতি টেনে দিল বিজেপি হাইকমান্ড।

মঙ্গলবার জয়পুরের সর্দার প্যাটেল মার্গে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে বিজেপির সদ্যজয়ী বিধায়কদের বৈঠকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা ব্রাহ্মণ নেতা ভজনলাল শর্মার নাম ঘোষণা করলেন তিন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এ বারেই প্রথম বিধানসভা ভোটে জিতেছেন তিনি!

এদিন মরুরাজ্যের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে দলের তিন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক; প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বিনোদ তাওড়ে এবং রাজ্যসভা সাংসদ সরোজ পাণ্ডের উপস্থিতিতে ভজনলালের নাম ঘোষণার পরে বসুন্ধরা অনুগামীরা বিক্ষোভ করতে পারেন বলেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের অনুমান ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের 'পছন্দ' নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। মোদি আসলে ব্যালান্সের খেলা খেলতে চেয়েছেন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ বাছতে যেমন ওবিসি ভোট ব্যাংকের কথা ভাবা হয়েছিল, ছত্তিশগড়েও মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী পদে যথাক্রমে আদিবাসী ও উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এবার রাজস্থানেও একই খেলা খেলল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পদে ব্রাহ্মণ ভজনলালকে বেছে নেওয়া হল। দলীয় সূত্রের খবর, বসুন্ধরাই পরিষদীয় দলের নেতা হিসাবে ভজনলালের নাম প্রস্তাব করেন।

জয়পুরের সাঙ্গানের বিধানসভা থেকে এ বারেই প্রথম জিতেছেন ৫৬ বছরের ভজনলাল। দলের অন্দরে 'সংঘ ঘনিষ্ঠ' হিসাবে পরিচিতি রয়েছে তাঁর।

'ভারতে মানি হেইস্টের দরকার নেই, এখানে কংগ্রেস আছে'

ধীরজ সাহুর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার, তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: ভারতে তো মানি হেইস্টের দরকার নেই। কারণ এখানে কংগ্রেস রয়েছে যারা ৭০ বছর ধরে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের সাংসদের বাড়ি ও কারখানা থেকে ৩৫০ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার হওয়ার পরে এভাবেই তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উল্লেখ্য, ওড়িশার কংগ্রেস সাংসদ ধীরজ সাহুর বাড়িতে আয়কর দপ্তরের তল্লাশির পর উদ্ধার হয় বিপুল টাকা। সেই ইস্যুতে লাগাতার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি।

শনিবার ওড়িশার কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ ধীরজ সাহুর বাড়ি এবং তাঁর ভাই মদ কারখানার মালিক বান্টি সাহুর বাড়ি থেকে আয়কর হানায় উদ্ধার হয় বিপুল টাকা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ৩৫৩ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে সাংসদের বাড়ি থেকে। বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের খবর পেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'তদন্তকারী সংস্থাগুলোর অপব্যবহার হচ্ছে বলে প্রশ্ন তোলা হয়। আসলে ওদের মনে ভয় আছে, তদন্ত হলেও দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসে যাবে। তাই এই প্রশ্ন তোলে।' যদিও কংগ্রেসের তরফে বলা হয়, এই কাণ্ডের দায় নিতে হবে সাংসদকেই।

মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমবার এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন তিনি। টুইটে লেখেন, 'মানি হেইস্টের মতো কাল্পনিক গল্প তো ভারতে প্রয়োজন নেই। এখানে কংগ্রেস রয়েছে যারা ৭০ বছর ধরে লুট চালিয়ে এসেছে। আগামী দিনেও তাই করবে।' নেটফ্লিক্সের বিখ্যাত মানি হেইস্ট সিরিজের আদলে কংগ্রেস সাংসদের বাড়ি থেকে যকের ধন উদ্ধারের একটি ভিডিও বানিয়েছে বিজেপি। সেই ভিডিও শেয়ার করেই তোপ মোদির।

টাকা উদ্ধারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার বিক্ষোভে নামে বিজেপি শিবির। সংসদে গান্ধিমূর্তির সামনে প্ল্যাকার্ড-পোস্টার নিয়ে হাজির হন বিজেপি সাংসদরা। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'শুরু থেকেই বিজেপি মনে করে যে দুর্নীতি আর কংগ্রেস হল একই মুদ্রার দুই পিঠ। ওরা সবসময় ইডি আর আয়কর দপ্তরকে ভয় পেয়ে এসেছে।' টাকা উদ্ধার ঘিরে আগামী দিনে কোন পথে এগোয় কংগ্রেস-বিজেপি, সেদিকে নজর ওয়াকিবহাল মহলের।

পাকিস্তানের ফিদায়েঁ হামলা, মৃত ২৩

ইসলামাবাদ, ১২ ডিসেম্বর: ফের রক্তাক্ত পাকিস্তান। ডেরা ইসমাইল খান শহরে একটি থানা ও সেনাঘাঁটিতে ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৩ জনের। আহত অনেকেই। হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-জিহাদ পাকিস্তান। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার খাইবার পাখতুনখোয়ার ডেরা ইসমাইল খান শহরের একটি থানা ও সেনাঘাঁটিতে হামলা চালায় ফিদায়েঁ জঙ্গিদের একটি দল। জিহাদিরা নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে ঢুকে পড়ে। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিও চালায়। এই হামলায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৮ জন। জঙ্গিদের নিকেশ করতে পালটা আক্রমণ শুরু করে পাক নিরাপত্তাকর্মীরা। উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে পাঠানকোটের কায়দায় পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের মিয়াঁওয়ালির বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় ফিদায়েঁ জঙ্গিদের একটি দল। সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জিহাদির। সেই হামলারও দায় নেয় তেহরিক- ই- জিহাদ। এর আগেও ডেরা ইসমাইল খান শহরে পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল। যার ফলে মৃত্যু হয় ৫ জনের।

মহুয়াকে বাংলো ছাড়তে চিঠি সংসদের আবাসন কমিটির

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: কয়েকদিন আগেই খারিজ হয়েছে তাঁর সাংসদ পদ। এবার বাংলো হারাতে চলেছেন মহুয়া মৈত্র। সূত্রের খবর, কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে সাংসদ বাংলো ছাড়তে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নগরোন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে লোকসভার হাউসিং কমিটি, এমনটাই জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, বিশেষ কোটার আওতায় মহুয়াকে সাংসদ বাংলো দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাওয়ার পর সেই বাংলো ছাড়তে হতে পারে তৃণমূল নেত্রীকে। টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে এথিক্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সাংসদ পদ খুইয়েছেন তৃণমূলের মহুয়া। গত শুক্রবারই লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাঁকে। তবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদলতের দ্বারস্থ হয়েছেন সদ্য প্রাক্তন সাংসদ। দ্রুতই সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, যে পদ্ধতিতে তৃণমূল সাংসদকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তার তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহুয়া। ১৫ পাতার রিপোর্টে মহুয়া এও উল্লেখ করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ডেকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে কীভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া এড়িয়ে লোকসভায় স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার গা-জোয়ারিতে তাঁর সাংসদ পদ কাড়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মহুয়া। 'টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন' অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার আদৌও যুক্তিসঙ্গত কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল পিডিটি আচার্যও। এথিক্স কমিটির কার্যপদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭৯৫ নং এফিডেভিট বলে Ganesh Khan ও Mahadev Khan S/o. Haradhan Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৪/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sulekha Laha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Purna Chandra Laha ও P. Laha সাং মামুদপুর, ধনিয়াখালি, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৬৩ নং এফিডেভিট বলে Goutam Kumar Kundu S/o. Santosh Kumar Kundu ও Goutam Kundu S/o. S. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৩৩ নং এফিডেভিট বলে Niloy Das S/o. Basanta Das ও Nilay Das S/o. B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

আমি Sindu Prasad, S/O. Dilip Prasad, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB5120060011295 নাম Sindhu Proshad, S/O Dilip Proshad হইয়াছে। ১.১২.২৩ তারিখের কল্যাণী এ.সি.জে.এম, আদালতের এফিডেভিট বলে Sindu Prasad, S/O. Dilip Prasad ও Sindhu Proshad, S/O. Dilip Proshad একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, MD SERAJUDDIN S/O Late Nathuni Miya residing at 27/E, Hossain Shah Road, Khidderpore, P.S. - Ekbalpore, Kolkata - 700023 hereby declare vide affidavit no. 70341 filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore, Kolkata dated 08.12.2023 that my actual and correct name is MD SERAJUDDIN but my name has been recorded as MD SERAJ in place of MD SERAJUDDIN in my daughter MAHTAB PARVEEN's Madhyamik Pariksha (Secondary Examination) 2011 certificate. MD SERAJUDDIN and MD SERAJ is the same and identical person.

NOTICE

This is to inform all that the Original Bengali Deed of Conveyance dated 21st May 1933, corresponding to 7th Jaistha 1340 B. S. and recorded in Book No. I, Volume No. 15, Pages from 92 to 101, Being No. 2208 for the year 1933 and registered at the Office of the District Sub Registrar Alipore in respect of premises No. 24, Tollygunge Road, under P. S. Tolygunge, Kolkata-700026 purchased by my clients namely Amullya Ratan Roy & Avijit Roy, both are Sons of Late Ranjit Roy from the previous owner Sri Purna Chandra Bhattacharjee, Son of Motilal Bhattacharjee, has lost from my clients on 5th December 2023. My clients have lost diary to the Tollygunge Police Station on 06. 12.2023 being G. D. No. 320. if any found please contact with me at my address of Phone No. 9830149704, or my clients in their aforesaid address.

Ranjan Kumar Mitra
Advocate
178/1, Roy Bohadur Rood,
"PRATIVA APARTMENT",
Flot No. 401, Behala,
Kolkata - 700034.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, Pawan Luharuka, S/o Satya Narayan Luharuka residing at Nihon Apartment, B/D1, 26, B Dr. Suresh Sarkar Road, Deb Lane, Entally, Kolkata-700014, do hereby Solemnly affirm and declare In the Court Of the First Class Metropolitan Magistrate, Kolkata by Affidavit No. 642 Date 08th December 2023, That my actual and correct name is Pawan Luharuka. I declare that Pawan Luharuka and Pawan Kumar Luharuka are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

আমি Atanu Acharjee। পিতা- Late Bikram Acharjee। মাতা Nandarani Acharya। ঠিকানা- ১৮ নম্বর কাঁকপুল, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন-৭৪৩২৭২ বারাসত ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে যাবতীয় সরকারি নথিতে আমি Atanu Acharjee ও Atanu Acharya, পিতা- Bikram Acharjee, Bikram Kisor Acharya ও Bikram Kishor Acharya মাতা-Nandarani Acharya ও Jayanti Acharjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই ডিসেম্বর। ২৬ শে অগ্রহায়ণ । বুধবার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টত্তরি শনির মহাদশা বিংশত্তরি বুধের মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি :আজ বুধবার ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন গতির সম্ভাবনা। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি বাস্ত র বিষয়ে শুভ চিন্তা। শুভ যোগাযোগ হবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার জট খুলবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যারা এনজিও তে কাজ করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। লৌহ কেমিক্যাল মেকানিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এর কাজ যারা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন, রুদ্রাক্ষ দ্বারা শিবের পূজা করুন বিপদ নাশ হবে।

বৃষ রাশি : আজ বুধবার সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারে গোপন শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মস্থানে নানা বিবাদ বিসংবাদ থাকবে। প্রবীণ নাগরিকের অসুস্থতার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় নতুন লগ্নি করা ঠিক হবে না। যারা প্রাইভেট টিউশন করেন, তাদের আজকের দিনটি বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, নারকেল ভোগ প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ ফলপ্রাপ্ত হবে।

মিথুন রাশি : আজ নতুন একটি যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ হবে। সন্তানের কারণে সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা নাশ হবে। শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। আইনি মামলা আজ আপনার পক্ষে যাবে। পুরাতন হারিয়ে যাওয়া কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন। ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে, রুদ্রাক্ষ দ্বারা পূজা করুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : আজ গ্রহ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে যারা কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থপ্রাপ্তির দিন। পুরাতন কলহ বিবাদ মিটে যাবে। এক পুরাতন বান্ধবী দ্বারা পুনরায় শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। সতর্ক থাকুন লিভার পেট গলব্লাডার বিষয়। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, সাদা মিছরি দ্বারা বাবা বিশ্বনাথের ভোগ প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ বুধবার গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্নী করতে পারবেন। নতুন এক সম্পর্ক দ্বারা বাণিজ্যে অগ্রগতি। আর্থিক লাভ হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র নাশ হবে। সতর্ক থাকুন ছলনাময়ী নারী থেকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ভগবান শঙ্করের উদ্দেশ্যে। ঘি প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি :আজ গ্রহ-পরিস্থিতি বলছে সকাল থেকে তর্ক বিবাদের দ্বারা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা শুভ। আজ নানা ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়বে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে গুপ্ত কথা প্রকাশে আসার সম্ভাবনাময় দিন সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন। ভগবান গনেশের নাম করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি :আজ বুধবার ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন গতির সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের যে শারীরিক অসুস্থতা ছিল, আজ সুস্থতার দিকে থাকবে। গ্রহ পরিস্থিতি আপনার দিকে আছে। বিচ্ছেদের যে মামলা কোর্টে উঠেছিল তা আপনার পক্ষে রায় দেবে। গুপ্ত শত্রু র ষড়যন্ত্র থাকলেও ক্ষতির সম্ভাবনাময় দিন নয়। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শুভ দিন। সতর্ক থাকতে হবে ছলনাময়ী নারীর দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা। যারা সবুজ শাকসবজির ব্যবসা করেন। তাদের অর্থ প্রাপ্তির দিন চামড়া জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন বা রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা তাদেরও অর্থ প্রাপ্তি এবং ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তির দিন বিদ্যা যোগ শুভ বারির গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা নাশ হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা উপকৃত হওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ গ্রহ পরিস্থিতি যা তা আপনার উপকৃত হওয়ার দিন। পুরাতন বান্ধবী দ্বারা প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন যারা আইন ব্যবসায় আছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির নতুন যোগ তৈরি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে, হলুদ রঙের ভোগ প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি :আজ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি না করা শুভ। গোপন শত্রুর দ্বারা ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনাময়। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় অশুভ। পরিবারের সদস্যরা যেন আপনার মতকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তুলসী প্রদান করুন ভগবান বিষ্ণুর চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি :আজ বুধবার গ্রহ পরিস্থিতি আপনার দিকে থাকবে। বিশেষত যারা বিচ্ছেদের মামলায় জড়িয়ে রয়েছেন, আইনি বিবাদে জড়িয়ে রয়েছেন, গৃহ বাস্তু জমি বিষয়ে কোনো আইনি মামলা রয়েছে, আজকে আপনার পক্ষে রায় যাবে। পুরাতন বান্ধব দ্বারা পুরাতন কোন বান্ধবী দ্বারা শুভ ফলপ্রাপ্তি। বিদ্যা যোগ শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন। ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে, প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি :আজ বুধবার যারা দূর ভ্রমণে যাবেন তারা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য যে কথাটা এতদিন আটকে ছিল সে বিষয়ে, পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনাময় কাল। যারা জলের ব্যবসা করেন, কেমিক্যাল এর ব্যবসা করেন, মাছের ব্যবসা করেন, তাদের শুভ হবে। পুরাতন একযোগের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহবধূদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা, ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস্ এ্যাসোসিয়েশন ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রশাসন শ্রীরামপুর মহকুমা শাখা শ্রীরামপুর, হুগলী
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি শ্রী স্রোজিৎ মন্ডল পিতা- শম্ভুনাথ মন্ডল শ্রীরামপুর ভূমি সংস্কার (বি.এল.আর.ও - শ্রীরামপুর) দপ্তরে বিগত পাঁচ বছরের বেশি সময় যাবৎ শিক্ষা নবিসি ল'ক্লার্কস্ হিসাবে কর্মরত আছি। আমি আমার ল'ক্লার্ক' লাইসেন্স ও এনরোলমেন পাইবার জন্য চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ স্টেট্ কাউনসিল কোলকাতা দপ্তরে আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে কাহারো কোনরূপ, আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ স্টেট্ কাউনসিল কোলকাতা মহাশয়ের নিকট তাহা জানাইবেন।

আবশ্যিক
চাইনিজ রান্না করতে পারে এমন লোক দরকার আমাদের যাদবপুর, গড়িয়া, বাঘাযতীন নিকটবর্তী লোক চাই।
কল-8240751885

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী চন্দননগরস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৭২/২০২২
দরখাস্তকারীঃ- দেবনাথ শর্মা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাচ্ছে যে হরিদ্রাডাঙা গড়ের ধার, পোঃ + থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী নিবাসী সোমনাথ শর্মা, পিতা- মৃত রামদাস শর্মা গত ইং ২৪/৯/২০১২ তারিখে পরলোক গমন করিলে তাহার ত্যক্ত সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্টাকচারস লিমিটেড, সাং- সিমপ্লেক্স হাউস, ২৭ সেক্সপীয়ার সরনী, কোলকাতা-৭০০০১৭ অফিসে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ১,০০,০০০ টাকা ও গ্র্যাচুইটি বাবাদ ১৫,০০০ টাকা মোট জমাকৃত ১,১৫,০০০ টাকার জন্য তাহার সহোদর ভ্রাতা দেবনাথ শর্মা, পিতা-মৃত রামদাস শর্মা, সাং- হরিদ্রাডাঙা গড়ের ধার, পোঃ + থানা চন্দননগর, জেলা- হুগলী সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রার্থনা করিয়া অত্র কেস করিয়াছেন। এ সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবেন নচেৎ কেসের আইনানুগ নিস্পত্তি হইবে।
ইন্দ্রাণী ঘোষ,
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট
আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার, চন্দননগর কোর্ট
১১/১০/২০২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আগামী দু'বছরের মধ্যে রাজ্যে ১০টি ইন্টারনেট কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজাতে আগামী দু'বছরের মধ্যে রাজ্যে ১০টি ইন্টারনেট কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে খবর, এই পরিকল্পনা সফল হলে সার্বিকভাবে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের পাশাপশি বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য, ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত ও মসৃণ করতে সমুদ্রের তলা দিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কেবল লাইন নিয়ে আসা হয়। সে কারণে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতেই ইন্টারনেট কেবল ল্যান্ডিং স্টেশনগুলি গড়ে তোলা হয়। মুম্বই, কোচি এবং চেন্নাইয়ে ইতিমধ্যেই কেবল স্টেশন গড়ে উঠেছে। তবে পূর্ব ভারতে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও স্টেশন নেই। সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যে এধরণের ইন্টারনেট কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন গড়ে তোলা নিয়ে বিশেষ নীতি প্রকাশ করেছে সরকার। নতুন নীতিতে এই ক্ষেত্রকে জরুরি পরিষেবা হিসাবে চিহ্নিত করে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটিকে জরুরি পরিষেবা হিসেবে চিহ্নিত করে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি-তে পুরো ছাড় দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে কাজ শুরুর পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ মাশুলের উপর কর ছাড় দেওয়া হবে। শ্রমিক সেসের উপরেও সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ছাড়াও নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ এই প্রকল্প থেকে সুবিধা পাবে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার পাশাপাশি খরচ ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কলকাতায় এক ইনফিনিক্স-এর নতুন স্মার্ট ৮ এইচডি মোবাইল। নতুন মোবাইলটি লঞ্চ করলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু হবে রাজ্যের রেশন দোকানগুলোতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার রেশন দোকানগুলিতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৩৬০০-র বাশি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। ছয় হাজারের কাছাকাছি রেশন দোকানে এই পরিষেবা চালু হলে আরও বহু সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন বলে খাদ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। বিএসকে মারফত রাজ্য সরকারের ৪০টি দপ্তরের ৩২৩টি পরিষেবা অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। রেশন দোকানগুলিতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রেশন দোকানে বিএসকে চালু হলে সরকার ও সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকগুলি প্রস্তাবে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিএসকে গড়তে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং পরিচালনার খরচ রেশন ডিলারকে বহন করতে হবে। তবে পরিষেবা প্রদান বাবদ তারা নির্দিষ্ট হারে টাকা পাবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

রাজ্যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছুঁয়ে ফেলেছে। এক বছরের মধ্যেই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে এই অঙ্কের লেনদেন হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিদ্যুতের বিল, খাজনা, মিউটেশন ফি, মোটর ভেহিকলস আইনের অধীনে জরিমানা জমা নেওয়ার পরিষেবা চালু হয়। এই সময়ে একদিনে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৫লক্ষ টাকা।

গ্রামাঞ্চলে সকলের হাতে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ নেই। ইন্টারনেট সংযোগও নেই। অথচ, এখন বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন অনলাইনে করতে হয়। বিভিন্ন দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যও থাকে। মূলত তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করেন। সরকারের নিজস্ব প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলির নিবিড় প্রচার আরও সহজে করতেও এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি কাজ করে চলেছে।

জঞ্জাল কর বাতিল, রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে পুরসভায় বামেদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জঞ্জাল কর বাতিল, রাস্তাঘাট সংস্কার, ২৪ ঘণ্টা পানীয় জলের সরবরাহ-সহ একাধিক ইস্যুতে মঙ্গলবার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায় বিক্ষোভ দেখাল বামেরা। সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ। বাম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা হচ্ছে জঞ্জাল নগরী। আর জঞ্জাল কর বাবদ দশ টাকার কুপনের বদলে ২০, ৫০ কিংবা ৬০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। গার্গীর দাবি, অবিলম্বে জঞ্জাল কর বাতিল করতে হবে। পুকুর ভরাট করে আবাসন গড়া যাবে না। রাস্তাঘাট ও বেহাল নিকাশির হাল বদলাতে হবে। ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে হবে। বন্ধ থাকা মণিরামপুর ও দেবীতলা ঘাটে অবিলম্বে ফেরি সার্ভিস চালু করতে হবে। পুর পরিষেবার হাল না বদলালে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন বাম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়। যদিও বামেদের এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২০১৬ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প মোতাবেক রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় জঞ্জাল কর নেওয়া হচ্ছে। পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটা পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সত্যজিৎ বাবুর কথায়, দু'বেলা সাফাই অভিযান করা হচ্ছে। বাম আমলের পুর পরিষেবার সঙ্গে তৃণমূল বোর্ডের পরিষেবা অনেক উন্নত। সত্যজিৎ বাবুর দাবি, তাদের পুর বোর্ডের আমলে নিয়োগে কোনও দুর্নীতি হয়নি। উল্টে বাম আমলে পুর নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছিল।

ইছাপুরে হাওড়াবাসীর জন্য চালু হল 'ষষ্ঠী-নারায়ণ ইকো পার্ক'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীত মানেই হইচই, ঘুরে বেড়ানো, চড়ুইভাতি, ছুটির মেজাজ।

এই শীতে এবার পার্ক উপহার পেল হাওড়াবাসী। হাওড়ার ইছাপুরে ডেনেজ ক্যানেল রোড এলাকাতে চালু হল 'ষষ্ঠী-নারায়ণ ইকো পার্ক'। যেখানে শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে একদিনের ছুটি অনায়াসেই বন্ধুবান্ধব সহ কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আগে এই স্থানটি রাজ্য সরকারের অধীনে থাকলেও বর্তমানে হাওড়া পুরনিগমের নিজস্ব পরিচালনায় চলবে নব-সজ্জিত এই ইকো পার্ক। ভবিষ্যতে বোটিংয়ের সুবিধাও রাখা হবে বলেই কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যাচ্ছে। এই পার্কের প্রবেশ মূল্য এককালীন বাৎসরিক ২০০ টাকা বা দৈনিক ৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। গোটা পার্কের বিভিন্ন স্থানে বিখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথের অমর সৃষ্টি হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট, বাহাদুর বেড়াল, ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু-সহ একাধিক অমর সৃষ্টি দিয়ে সাজানো হয়েছে। নারায়ণ দেবনাথের জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। এখানেই তাঁর বড় হওয়া। সাহিত্যিকের সৃষ্টি করা বিভিন্ন চরিত্র হাতে আঁকা ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পার্কের ভিতরে শিশুদের খেলার জন্য একাধিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই শীতে ইকো পার্ক হাওড়াবাসীর কাছে একদিনের চড়ুইভাতি করার জন্য আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠতে চলেছে এমনটাই আশা কর্তৃপক্ষের। গত সোমবার এই পার্কের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী, রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি প্রমুখ।

নৈহাটিতে সত্যম ইন্ডেন সার্ভিসে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গ্রাহকদের আধার লিংক ঘিরে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়ালো নৈহাটির জান মহম্মদ ঘাট রোডের 'সত্যম ইন্ডেন সার্ভিসে'র পাঁচ নম্বর শপে। অভিযোগ, আধার লিংক করাতে এসে নিত্যদিন গ্রাহকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ওই শপ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগও উঠেছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, এদিন সকাল থেকে তারা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বেল বাড়তেই জানানো হয় 'লিংক ফেইলিওয়র'। তাই আর আধার লিংক করা যাবে না। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাহকরা এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। নৈহাটির সত্যম ইন্ডেন সার্ভিসের তরফে পল্লব ভদ্র জানান, প্রতিদিন আধার লিংক ঘিরে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কোনও দিন লিংক চলে যাবার পর কিছুক্ষন বাদে ফের লিংক চলে আসছে। কিন্তু এদিন ইউআইডিএআই থেকে পুরোপুরি লিংক অফ হয়ে গিয়েছে।

কুকুর ছানাকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক কুকুর ছানাকে লাঠি পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। নৈহাটি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কে.ডি. রোড এলাকায় এই নির্মম ঘটনা ঘিরে রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, সোমবার সকালের দিকে ওই কুকুর ছানাটিকে লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পেটায় স্থানীয় বাসিন্দা সংগীতা সাউ। কুকুর ছানাটিকে পিটিয়ে হত্যা করে ডাস্টবিনে ফেলে দেন ওই মহিলা। আর কুকুর ছানাকে পিটিয়ে মারার সেই দৃশ্য নিজের মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করেন পড়শি যুবক অভিষেক সাউ। অভিযুক্ত মহিলার শাস্তি দাবি জানিয়ে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিন অভিষেক। অবলা জীব হত্যার সেই ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা নৈহাটি জুড়ে। ঘটনাকে ঘিরে কে ডি রোড এলাকায় উত্তেজনার খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে সংগীতা দেবীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। যদিও ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সংগীতা দেবীর কঠোর শাস্তির দাবিতে সরবও হয়েছেন। স্থানীয় যুবক অভিষেক সাউ জানান, ওইদিন সকালে কুকুর ছানার কান্নার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন সে জানলা দিয়ে দেখে পড়শি সংগীতা সাউ লাঠি দিয়ে কুকুর ছানাকে পেটাচ্ছে। দু'তিন মাস বয়সের ওই কুকুর ছানাটিকে পিটিয়ে হত্যা করে সংগীতা দেবী ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেন। অভিষেকের মা পুষ্প সাউ জানান, প্রথমে মা কে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এলাকা ছাড়া করে দেন সংগীতা সাউ। তারপর কুকুর ছানাটিকে পিটিয়ে মেরে চ্যাঙদোলা করে ছুড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেন ওই মহিলা। পুষ্পদেবীর অভিযোগ, আরেকটি কুকুর ছানাকেও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ওই মহিলা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, বুধবার

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাধা রইল না ১৪ হাজার শূন্যপদে নিয়োগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত। আপাতত চিন্তা কমল এসএসসি-র। উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগে আর বাধা রইল না।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের জেরে এখনও অনেক নিয়োগ আটকে আছে জটে। উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগেও ছবিটা ছিল একই। এমনই একটি মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের অস্বস্তি বেড়েছিল শীর্ষ আদালতে। তবে এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই নিয়োগে আর কোনও বাধা রইল না। প্রসঙ্গত, প্রায় ১৪ হাজার ৩৩৯ শূন্যপদে নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। পরে ৩৫ জন চাকরি প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হওয়ায়, আইনি জট তৈরি হয়। কাউন্সেলিং নিয়ে বাড়ে

অনিশ্চয়তা। অবশেষে সেই জট কাটে মঙ্গলবারে। মঙ্গলবার বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি আসাউদ্দিন আমানুল্লাহর ডিভিশন বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। সেখানেই স্বস্তি ফিরেছে এসএসসি-র। ফলে ওই ১৪ হাজার প্রার্থীর চাকরি নিয়ে জট কাটল অনেকটাই।

২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই নিয়োগ হচ্ছে। উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই মতো প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরে ৩৫ জন প্রার্থী দাবি করেন, প্যানেল নিয়ে অস্বচ্ছতা রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ ছিল, প্রথম প্যানেলে নাম থাকলেও নতুন প্যানেলে তাঁদের নাম নেই। এই অভিযোগেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা।

উল্লেখ্য, শুধু উচ্চ প্রাথমিক নয়, অনেক ক্ষেত্রেই নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসএসসি। রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার শিক্ষক পদ খালি পড়ে রয়েছে। সেগুলিতে যাতে দ্রুত নিয়োগ হয়, সেই দাবিতে আন্দোলন চলছে শহরে। সোমবারই এই নিয়ে একদল চাকরি প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠকও করতে দেখা যায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে।

এসএসকেএমের কাছে সুজয়কৃষ্ণের হার্টের রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু কতখানি অসুস্থ সেটাই স্পষ্ট নয় এসএসকেএমের মেডিক্যাল রিপোর্ট থেকে। ইডি সূত্রে খবর, কাকুর সিএবিজি-র (করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট) রিপোর্ট নেই। ফলে সুজয়কৃষ্ণ ঠিক কতখানি অসুস্থ সেটাই স্পষ্ট নয় এসএসকেএমের মেডিক্যাল রিপোর্ট থেকে। আর সেই কারণেই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে এবার ধোঁয়াশায় ইডি। সেই রিপোর্ট চেয়ে এবার এসএসকেএমকে চিঠি পাঠাল ইডি।

অন্য দিকে কাকুর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে ফের বৈঠকে এসএসকেএমের মেডিক্যাল বোর্ড।

মঙ্গলবার অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ে ডিরেক্টরের ঘরে বৈঠক হয়। ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএসভিপি পীযূষ রায় ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল বোর্ডের তিন সদস্য কার্ডিওলজিস্ট দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অসিত দাস, গৌতম দত্ত। আইসিসিইউ থেকে স্থানান্তরের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে গত শুক্রবার অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর জোকা ইএসআই হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল কালীঘাটের কাকুর। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা নিতে চায় ইডি। একটি অডিয়ো ক্লিপ হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। কিন্তু ২ মাস বেশি সময় হতে চলল কালীঘাটের কাকুর গলা আর ইডি শুনতে পাচ্ছে না। এদিকে আদালতের নির্দেশে শুক্রবার জোকায় যাওয়ার কথা থাকলেও বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে কার্ডিওলজির আইসিসিইউয়ে স্থানান্তর করা হয়। সেই স্থানান্তরের পরে কাকুর রক্তপরীক্ষার পাশাপাশি সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়। আচমকা আইসিসিইউ স্থানান্তর ঘিরে নতুন বিতর্কে জড়ায় এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে কাকুর অসুস্থতা সংক্রান্ত যাবতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট ইডিকে পাঠিয়ে দেয় এসএসকেএম। সেই রিপোর্টের মধ্যে বাইপাস সার্জারির পর কাকুর অসুস্থতা আদৌ কতখানি তা বুঝতে এই রিপোর্টের প্রয়োজন ছিল। তবে সব মিলিয়ে এসএসকেএমের ভূমিকা নিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি বলেই মনে করা হচ্ছে।

ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল! পর্ণশ্রীতে উদ্ধার যুবতীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘর থেকে এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল পর্ণশ্রীতে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা দাস (২৩)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দোতলার ঘরেই ছিলেন ওই যুবতী। দীর্ঘক্ষণ সাড়া না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ডাকতে যান। দেখেন, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দীর্ঘক্ষণ ডেকেও সাড়া না মেলায় প্রতিবেশীদের ডাকেন বাড়ির সদস্যরা। এরপর ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেন, গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন যুবতী। এরপর পর্ণশ্রী থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। তাঁকে প্রথমে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় পর্ণশ্রী থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মামলা রুজু

করেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস ধরে ওঙ্কার ঘোষ নামে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয় ওই যুবতীর। ওই যুবকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে অ্যাকোয়াটিকাও ঘুরতে যান প্রিয়াঙ্কা। সেখানে বেশ কিছু ছবিও তোলেন। অভিযোগ, সেই ছবি দেখিয়েই ব্লেকমেইল করছিলেন ওই যুবক। এই ঘটনা নজরে আসে প্রিয়াঙ্কার পরিবারে সদস্যদেরও। বাড়ির মেয়েকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তখনই বেশ কিছু কথা জানিয়েছিলেন ওই যুবতী। এরপর যুবতীর পরিবার ছেলেটিকে ডেকে বোঝানোরও চেষ্টা করেছিলেন বলে পরিবারের দাবি।

যুবতীর যে ফোনটিতে মেসেজ পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেল করা হত বলে অভিযোগ, সেটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে বেহালা ও ময়নাগড়ে আরও দুই যুবকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ওঙ্কার সেই বিষয়টি জেনে ফেলে। সেই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন যুবতীর পরিবারের সদস্যরাও। তাতেই সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সিবিআই তদন্ত নয়, ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যু মামলার বিচার নিম্ন আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাত্র নেতা আনিস খানের মৃত্যু মামলায় বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, নিম্ন আদালতেই বিচার প্রক্রিয়া চলবে। নিম্ন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল না কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি এঅ মামলার শুনানিতে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, এই মুহূর্তে সিবিআই তদন্ত নয়। অর্থাৎ সিটের উপরই আস্থা রাখল আদালত। এদিকে ছাত্র নেতা আনিস খানের রহস্য মৃত্যুতে প্রথম থেকেই সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিলেন আনিসের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, সিআইডির তদন্তে ত্রুটি রয়েছে। এই মর্মে প্রথমে নিম্ন আদালতে পিটিশন ফাইল করে আনিস খানের পরিবার। নিম্ন আদালতে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়ায় নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় ছাত্রনেতা আনিস খানের। এই ঘটনায় আঙুল ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধেও। রাজ্য সরকারের তরফে সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করা হলেও সিবিআই তদন্তের দাবি জানায় পরিবার। এরপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মৃত ছাত্রনেতার পরিবার। তবে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থার উপরেই আস্থা রেখেছিল আদালত। হাইকোর্টের এই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি নিয়ে ফের একক বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিয়েছিল। রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থার উপরেই আস্থা রেখেছিল আদালত। হাইকোর্টের এই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি নিয়ে ফের একক বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিবার। নিম্ন আদালতে সেই পরিবার।

উল্টোডাঙার মার্বেল গুদামে ভয়াবহ আগুন, কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড। উল্টোডাঙার মার্বেল গুদামে আগুন লাগল মঙ্গলবার। দমকলের ৫টা ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায় কয়েক ঘণ্টা ধরে। পরে আনা হয় আরও ৫টি ইঞ্জিন। যদিও ৭টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে তাতে দুপুর গড়িয়ে যায়। ঘটনাস্থলে আসেন কাউন্সিলর ও পুলিশ আধিকারিকরাও।

মঙ্গলবার উল্টোডাঙার মুরারিপুকুর এলাকার ইস্ট ক্যানাল রোডে একটি মার্বেল গুদামে আগুন লাগে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। আগুন দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রা।

প্রথমে তাঁরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৫টা ইঞ্জিন। পরে আনা হয় আরও ইঞ্জিন। আশপাশের বহুতল বাড়ি থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন দমকলকর্মীরা। গুদামের ভেতরেও ঢোকেন কয়েকজন দনকলকর্মী। তবে গুদামের মধ্যে দাহ্য পদার্থ বেশি থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার চারপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

দমকল সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে থাকতে পারে।

আগুন যাতে আশপাশের বহুতলে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য আগুনের উৎস পর্যন্ত যাওয়ার আগেই আশপাশের জায়গাও ঠান্ডা রাখার কাজ শুরু হয়। প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলেই খবর। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

কবি সুভাষ-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শাখায় মেট্রোর ট্রায়াল রান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি মঙ্গলবার ব্লু লাইনের কবি সুভাষ স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইন পরিদর্শন করেন। এদিন তিনি ব্লু ও অরেঞ্জ লাইনের মধ্যে যাত্রী বিনিময় ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এরই পাশাপাশি তিনি ট্রেন টাইমিং ইন্ডিকেশন বোর্ড অর্থাৎ টিটিআইবি, প্ল্যাটফর্ম, টিকিট কাউন্টার, এএফসি-পিসি গেট, সিঁড়ি, লিফট এবং অরেঞ্জ লাইনের নবনির্মিত কবি সুভাষ স্টেশনের এসকেলেটরগুলিও পরিদর্শন করেন। এরপরই মেট্রো রেলের শীর্ষকর্তা মেট্রোরই পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। একইসঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এই রেলপথে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

বাণিজ্যিক পরিষেবার জন্য যন্ত্রাংশ এবং কর্মীদের প্রস্তুত রাখার জন্য অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শাখায় এদিন ট্রায়াল রানও চালানো হয়। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, রাজারহাট প্রকল্পের মাধ্যমে কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) পর্যন্ত ৫.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই অংশটি চালু হওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর এই ট্রায়াল রানের সময় ট্র্যাক, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রেকের যথাযথ ডকিং, স্টেশন কর্মীদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য একটি মেধা এসি রেক দিয়ে ৫টি রাউন্ড ট্রিপ করা হয়।

রেশন দুর্নীতি! টাকার অঙ্ক ১০০ কোটি, ১৬২ পাতার চার্জশিট জমা দিল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় জমা পড়ল চার্জশিট। ১৬২ পাতার চার্জশিটে ছত্রে ছত্রে রয়েছে দুর্নীতির তথ্য, এমনটাই ইডি সূত্রে খবর। উল্লেখ করা হয়েছে ১০০ কোটির দুর্নীতির কথা। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ৩০ কোটি টাকা যে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়েছে তাও এই চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে ইডির তরফ থেকে।

রেশনের চাল, আটা বিক্রি করে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্ত শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার সেই সঙ্গে নাম রয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। জ্যোতিপ্রিয়র পাশাপাশি নাম রয়েছে আটাকলের মালিক বাকিবুর রহমানেরও।

রেশন দুর্নীতি মামলায় এফআইআর হয়েছিল অনেক আগেই। তদন্ত চলাকালীন ধরা পড়েন বাকিবুর রহমান। তিনি গ্রেফতার হওয়ার পরই প্রাক্তন খ াদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম সামনে আসে। এরপরই গ্রেফতার হন জ্যোতিপ্রিয় বালু। বর্তমানে জেলে রয়েছেন তিনি। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন বাকিবুর রহমানের কাছ থেকে প্রায় ৯ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন

জ্যোতিপ্রিয়। জেরায় তিনি ঋণ নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন বলেও ইডি সূত্রের খবর। শুধুমাত্র ধান কেনার ক্ষেত্রেই সরকারের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বাকিবুরের দুটি সংস্থার মাধ্যমে এই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, এই চার্জশিটে জ্যোতিপ্রিয়র স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা দু'কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাকিবুরের কাছ থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা গিয়েছে বালুর কাছে তারও উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, চার্জশিটে এক আইএএস অফিসারের নাম সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ওই চার্জশিটে। জ্যোতিপ্রিয় খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ওই আধিকারিক খাদ্য দফতরে কর্মরত ছিলেন। সঙ্গে এও উল্লেখ করা হয়েছে, রেশনে ১০০ কোটি টাকারও বেশি দুর্নীতি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩১ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয়, বাকিবুর সহ ১২ জনের নাম রয়েছে চার্জশিটে। এরই পাশাপাশি চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে ১০টি সংস্থার নাম। এর মধ্যে রয়েছে বাকিবুরের সংস্থা। আর বাকি পাঁচটি সংস্থার নাম আছে, যা জ্যোতিপ্রিয়র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সঙ্গে চার্জশিটে এও বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তও চলছিল রেশনের এই দুর্নীতি।

সেন্টিনারি ট্রিবিউটে কিফের সম্মান ‘গান্ধি’র স্রষ্টা রিচার্ড অ্যাটেনবারোকে

শুভাশিস বিশ্বাস

২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শতবর্ষ পালন করা হল আট পরিচালক, অভিনেতা, গায়ক ও গীতিকারের। এর মধ্যে যেমন রয়েছেন ভারতীয়রা, তেমনই রয়েছেন বিদেশি শিল্পীরাও। যাঁর কথা না বললে আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্রের এই সেন্টিনারি ট্রিবিউট অপূর্ণ থেকে যাবে তিনি হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক রিচার্ড অ্যাটেনবারো। রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব ড্রামাটিক আর্ট (আরএডিএ) এবং ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস (বাফটা)-এর সভাপতি ছিলেন অ্যাটেনবারো। একইসঙ্গে ছিলেন চেলসির আজীবন সভাপতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সে যোগ দেন এবং ফিল্ম ইউনিটে দায়িত্ব পালন করেন, কয়েকটি বোমা হামলায় বন্দুকধারীর পিছন থেকে সেই অ্যাকশন ক্যামেরাবন্দি করেন তিনি।

তবে এটা ঠিক যে রিচার্ড অ্যাটেনবারো ভারতীয় তথা কলকাতার মানুষের কাছে ঘরের মানুষ হয়ে ওঠেন গান্ধি সিনেমা বানানোর পরই। প্রযোজক নেই, একটার পর একটা বাধা, তবু টলেননি। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ‘গান্ধি’ ছবিটি বানানোর জন্য জীবনের কুড়িটা বছর দিয়েছিলেন রিচার্ড অ্যাটেনবারো!অবশেষে সাফল্য এসেছিল। আটটি অস্কার ও বহু সম্মান। দুর্দান্ত সাফল্য পাওয়ার পর রিচার্ড নিজেই হেসে বলেছিলেন, ‘এ ছবির জন্য বাড়িও বন্ধক রাখতে হয়েছিল।’

জীবনের শুরুটা অবশ্য মোটেও তারকাসুলভ ছিল না। তিন ভাইয়ের সব চেয়ে বড় রিচার্ড লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন না। তবে অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকেই। অল্প বয়সে নাটকে হাতেখ ড়ি হয়। লন্ডনের মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ও করতেন। দিব্যি চলছিল সব। কিন্তু এতে ছেদ পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। পাইলট হিসেবে ব্রিটেনের ‘রয়্যাল এয়ার ফোর্স’ (আরএএফ)-এ যোগ দেন তরুণ রিচার্ড। বোমারু বিমান ইউরোপকে কী ভাবে ক্ষতবিক্ষত করছে, তা ক্যামেরাবন্দি করাই ছিল তাঁর কাজ।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ব্রিটেনে বেশ খ্যাতি পান তিনি। আমেরিকায় পরিচিতি মেলে ষাটের দশকে। ১৯৬৩ সালে মুক্তি পায় ‘দ্য গ্রেট এস্কেপ।’ এক ব্রিটিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রিচার্ড। ‘ওয়ার ফিল্ম’-এও রিচার্ডের দুর্দান্ত অভিনয় নজর কাড়ে সবার। এরপর একের

পর এক ‘দ্য ফ্লাইট অব দ্য ফিনিক্স’, ‘দ্য স্যান্ড পেবেলস’, এবং ‘ডক্টর ডুলিটল’-এ দুর্দান্ত অভিনয় একের পর এক সম্মান এনে দেয় তাঁর ঝুলিতে। তবে যে চার্লি চ্যাপলিনকে দেখে অভিনয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর জীবনী নিয়ে তৈরি করেন ‘চ্যাপলিন’। যা মুখ থুবড়ে পড়ে।

এই সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গেই চলছিল ‘গান্ধি’ ছবির প্রস্তুতি। ১৯৬২ সালে রিচার্ডকে ছবিটি বানানোর অনুরোধ জানিয়ে ফোন করেছিলেন লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের কূটনীতিক মতিলাল কোঠারি।গান্ধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে দু'টি বইও পড়তে বলেছিলেন মতিলাল। পড়া শেষ হতে না হতেই ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন রিচার্ড। নেহরু সাহায্যের আশ্বাসও দেন। ১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যু হলে আটকে যায় ছবির কাজ। এরপর মতিলালেরও মৃত্যু হয়। ফলে জোড়া বাধার মুখে পড়তে হয় রিচার্ডকে। তবে তাতে দমেননি রিচার্ড।সিদ্ধান্ত নেন নিজেই প্রযোজনা করবেন ছবিটি। সাহায্যের হাত বাড়ান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। এরপর গান্ধি চরিত্রের জন্য বেন কিংসলের নির্বাচন, শ্যুটিংয়ের আয়োজন এবং শ্যুটিং, এই সব মিলিয়ে ছবি শেষ হতে হতে আশির দশকের শুরু। এরপর ১৯৮২ সালে মুক্তি পায় ‘গান্ধি’। তুমুল প্রশংসা, অবিশ্বাস্য সাফল্য। প্রযোজনার কুড়ি গুণ অর্থ আয় করেছিল ছবিটি। দুনিয়া নতুন করে চিনল গান্ধিজিকে। রিচার্ড চিনলেন ভারতকে।

তবে ‘গান্ধির’ আগেই সত্যজিৎ রায়ের ‘শতরঞ্জ কি খিলাড়ি’তে (১৯৭৭) তাঁকে দেখেছিল ভারত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ জেনারেল জেমস আউট্রামের চরিত্রে তাঁর অভিনয় ভোলার নয়। এরপর ১৯৯৩ সালে স্টিভেন স্পিলবার্গের ছবি ‘জুরাসিক পার্ক’-এ ফের দেখা যায় রিচার্ডকে। ছিলেন জুরাসিক সিরিজের পরের ছবি ‘দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড’-এও। একটা প্রজন্ম যাঁরা ‘গান্ধি’র পরিচালককে চেনে না, তাঁদের কাছে অ্যাটেনবারো মানে জুরাসিক পার্কের জন হ্যামন্ডই। হাসিখুশি, সরল এক মানুষ। ব্যক্তিজীবনেও সরল সোজাই ছিলেন। বলতেন, ‘আমি মহান পরিচালক হতে চাই না। শুধু গুছিয়ে গল্প বলতে চাই।’জীবনের গোটাটাই অবশ্য গল্পের মতো সুন্দর কাটেনি। ২০০৪ সালের সুনামিতে এক মেয়ে ও নাতনিকে হারিয়েছিলেন রিচার্ড। প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, ‘ওদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারিনি।’ আসলে জীবনে কাজই ছিল তাঁর একমাত্র অগ্রাধিকার।

স্টেশন থেকে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি স্টেশন সুপার কার্যালয়ের ঢিল ছোড়া দূরত্বে সিঁড়ির ওপর থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার করল রেল পুলিশ।

মঙ্গলবার বেলায় যাত্রীরা ওই যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর পেয়ে নৈহাটি জিআরপি থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে কি কারণে যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। রেল পুলিশ মৃতের পকেট থেকে একটি আধার কার্ড উদ্ধার করেছে। রেলপুলিশ জানিয়েছে, আধার কার্ড অনুযায়ী মৃত যুবকের নাম অজয় সাউ। বয়স ৩৩ বছর।

তাঁর বাড়ি টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর ওল্ড ক্যালকাটা রোডে। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

দেশের গরিব-দলিত মানুষের মুখগুলোতে যে কথা স্পষ্ট করে লেখা, তা মুছবে কে?

পাঁচ বছরে দশ কোটি নতুন চাকরি এবং মুফতে ১৫ লক্ষ টাকা প্রাপ্তি দূর, করোনা পর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রুটিরুজি হারাতে হয়। হারানো কাজ এখনও পর্যন্ত সকলে ফিরে পাননি বলেই খবর। অন্যদিকে, বহু মানুষের দুর্দশা এমনই যে লেনদেনের অভাবে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় কিংবা বন্ধই হয়ে গিয়েছে। এবার 'নয়া গ্যারান্টি' পেলেন দেশের গরিব বেকার মহিলারা; 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের মাধ্যমে 'লাখপতি' হয়ে উঠবেন বছরে ২ কোটি নারী'! নরেন্দ্র মোদির সবচেয়ে প্রিয় শব্দ হল 'গ্যারান্টি'। তাঁর পার্টি ও সরকার যখনই বিপাকে পড়ে তখনই তিনি এই শব্দটির কাছে ফিরে যান;দল এবং সরকারের হয়ে পাইকারি হারে 'গ্যারান্টি' দিতে থাকেন। কারণ দল এবং সরকার দুটিরই মুখ তিনি! কিন্তু কার্যোদ্ধারের পরেই মোদি ভুলে যান যে গ্যারান্টি দিলে তা রাখতেও হয়। এই পর্যন্ত তিনি কত গ্যারান্টি দিয়েছেন এবং রেখেছেন তার ক'টি? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগের তর্জনী না-হয় নামিয়েই রাখা গেল। একের পর এক আন্তর্জাতিক রিপোর্টে বর্ণিত 'কুৎসা'র সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হল মোটা গেরুয়া পর্দা। কিন্তু দেশের কোটি কোটি গরিব ও দলিত মানুষের করুণ মুখগুলিতে যে-কথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে, তা মুছে ফেলা সম্ভব কীভাবে? এরপর মানতে বাধা কোথায়, মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য দেওয়া গ্যারান্টির বেশিরভাগই রাখা হয়নি? যে গুটিকয়েক কথা এই সরকার রেখেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এবং আরও একাধিক হিন্দু ধর্মস্থানের 'উন্নয়ন'। কোনও সন্দেহ নেই, আগামী মাসে ঢাক ঢোল পিটিয়ে রামমন্দিরের উদ্বোধন করেই লোকসভার নির্বাচনে ঝাঁপাবেন মোদি। নিশ্চয় শুধু ধর্মের আফিমকে আর যথেষ্ট মনে করেন না তিনি। তাই সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন কেন্দ্রিক গ্যারান্টি বেশি বেশি করে দিতেই হচ্ছে। জিনিসটা সদ্য-সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ভোটের ময়দানে দেখা গিয়েছে। 'ফাইনাল ম্যাচের' আগে গ্যারান্টির যে ঝড় বইতে পারে সে এক সহজ অনুমান। তাই স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে 'গ্যারান্টি অডিট' প্রসঙ্গ। ২০১৪ ও ২০১৯ লোকসভার নির্বাচন এবং তার মাঝে অনুষ্ঠিত একগুচ্ছ রাজ্য বিধানসভার ভোটে কামাল করার জন্য কত গ্যারান্টি মানুষকে দেওয়া হয়েছে? এই অডিট রিপোর্টে বিজেপি, এনডিএ এবং সরকার;কারও ঘরে যে পাশ নম্বরটুকুও পড়বে না, তাতে কোনও সংশয় নেই। মানুষকে জীবনভর অনেক গ্যারান্টি দিতে হয়। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তার কিছু রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু পূরণের ধারকাছ দিয়েও যাওয়া হবে না, এমন আগাম সঙ্কল্প নিয়েই যে-গ্যারান্টি দেওয়া হয়, তারই নাম 'জুমলা'। তাই নরেন্দ্র মোদির মনমোহিনী কারবারকে 'জুমলা রাজনীতি' দেগে দেওয়ার মধ্যে কোনও অতিরঞ্জন নেই। এতে ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদি বা বিজেপি দলের কী ক্ষতি হয়, তা নিয়ে ভারতবাসীর মাথা না-ঘামালেও চলে। কিন্তু তাতে দেশবাসী যে বারবার ঠকে যান, হতাশ হন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদের মারাত্মক অমর্যাদা হয়! তার নিন্দার ভাষা সত্যিই কম পড়ে।

শাশ্বত কথা

সত্যকথা

সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান,সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না। কায়মনবাক্যে বার বৎসর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়। যারা বিষয় কর্ম করে, অফিসের কাজ কি ব্যবসা তাদের সত্যতে থাকা উচিত। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই- পাছে সত্যের আঁট যায়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

যুবরাজ সিং

১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনোহর পারিক্কারের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সম্বিত পাত্রের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৩ ডিসেম্বর বুধবার শিবরাম চক্রবর্তীর জন্মদিন

শিব্রামের মুখোশের আড়ালে শিবরামের মুখ ঢাকা থাকত !

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিবরাম চক্রবর্তী (১৩.১২.১৯০৩-২৮.০৮.১৯৮০) সচেতনভাবেই শিব্রাম চক্কোত্তি বা চকরবরতি হয়েছিলেন এবং বেঁচেবর্তে রয়েছেন সেই পরিচয়ে। এই বেঁচে থাকার মধ্যেই সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নিজের সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকে সব্যসাচী প্রকৃতির লেখনীধারণ করে সব শাখায় স্বকীয় প্রতিভাকে নিঃশেষ করে ফেলেন। সেখানে ফলনে সফল কৃষকের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার ব্যর্থতার মতো সেই সাহিত্যিকেরা ব্যর্থকাম হয়ে পড়েন। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আত্মসচেতনতা। সেদিক থেকেই ভোলানাথ শিবের ন্যায় আত্মভোলা শিবরাম চক্রবর্তীর আত্মসচেতনতা ছিল অত্যন্ত প্রখর। এজন্য তিনি শিব্রামের মুখোশে আত্মগোপন করে সেই মুখোশটিকেই নিজের মুখ করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং তাতে তিনি অত্যন্ত বেশি রকমের সফলকাম। শিবরামের সিরিয়াস রচনাগুলিও শিব্রামের রচনায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৫-এ 'মৌচাক' পত্রিকায় 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় নিজেকে সঁপে দিয়ে শিবরাম ক্রমশ শিব্রামের মুখোশে আত্মপরিচয়কে নিবিড় করে তোলেন। তার ফলে শিবরামের রচনাবলি তাঁর জীবিতকালেই শিব্রামের রচনাবলিতে পরিণত হয়। স্বয়ং শিবরামই ১৯৭৪-এ তাঁর কিশোরদের উপযোগী রচনাবলিকে সম্পাদনা করে পাঁচখণ্ডে 'শিব্রাম রচনাবলী' (১৯৯৯-এ 'পুনশ্চ' থেকে) প্রকাশ করেছিলেন। আবার তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরিসরে যখন সমগ্র রচনাবলি প্রকাশের আয়োজন দেখা দিল, তখনও তাতে শিব্রামীয় পরিচয় অমলিন হয়ে রইল। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত শিবরামের রচনাবলি সাক্ষরতা প্রকাশন থেকে পাঁচ খণ্ডে 'শিব্রাম রচনাবলী' নামে বেরোয়। আবার 'নবপত্র প্রকাশন' থেকে শিবরামের সবধরনের লঘু-গুরু রচনা 'শিব্রাম অমনিবাস' নামে প্রকাশিত হয়ে চলেছে (এখন পর্যন্ত উনিশ খণ্ড বেরিয়েছে।)। অন্যদিকে শিবরামের কিশোর রচনাবলি ১৩৯২-এ 'অন্নপূর্ণা প্রকাশনী' থেকে তিন খণ্ড একত্রে 'শিব্রাম রচনাসমগ্র'-এ মলাটশোভিত হয়েছে। অথচ শিবরামের সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় অর্থাৎ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটক প্রভৃতিতে একজন সিরিয়াস সাহিত্যিকের পদধ্বনি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেসব রচনাও যখন তাঁর দ্বিতীয় সত্তা শিব্রামের পরিচয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে, তখন সহজেই অনুমেয়, সেদিক থেকে শিবরাম কতটা সফল হয়েছেন। আসলে শিবরাম নিজে পরাজিত হয়ে শিব্রামকে জয়ী করেছেন। এতে তাঁর আত্মত্যাগ ও অভিমান যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনই তাঁর প্রখর আত্মচেতনতাও সক্রিয়। দুটি দিকই লক্ষ করার মতো।

প্রথমত, যেভাবেই হোক শিবরাম নিজেকে শিব্রামে সঁপে দিয়েছিলেন। এই সঁপে দেওয়ার নেপথ্যে অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল তাঁর ছিন্নমূল দারিদ্রপীড়িত ছন্নছাড়া জীবন। এজন্য 'মৌচাক' পত্রিকায় গল্প লেখার জন্য সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছে থেকে আগাম পনেরো টাকা পাওয়ায় সেদিন তাঁর অন্তরাত্মা হেসে উঠেছিল। সেই সময় কাবুলিওয়ালার কাছে থেকে ঋণ নিয়ে তাঁকে জীবননির্বাহ করতে হয়েছিল। সেই কাবুলিওয়ালার সুদ মেটানোর দায়ে পড়ে অসহায় শিবরাম সেদিন সুধীরচন্দ্রের কাছে থেকে লেখার বিনিময়ে পনেরো টাকা চাওয়ার সৎসাহস অর্জন করেছিলেন । তিনি আত্মজীবনী ('ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা')-তে সেকথা অকপটে স্বীকার করেছেন। সেই টাকাপ্রাপ্তিতেই তাঁর লেখকসত্তায় পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর কথায় 'দিতেই, টাকাটা পেতেই না, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হেসে উঠল তক্ষুনি। সেই হাসিই ক্রমে বন্যার আকারে ধরে আমার আগেকার সব লেখাপত্তর ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে হাসির গল্প হয়ে দেখা দিয়েছে তার পরে... বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, শিশু সাহিত্যেও প্রথম নয় নিশ্চয়, কিন্তু হাতে প্রথম হাসির গল্প সেইটাই।' লিখে টাকা পাওয়া শিবরামের সেই প্রথম। একজন প্রতিষ্ঠিত সম্পাদকের কাছে থেকে লেখার জন্য আগাম দক্ষিণাপ্রাপ্তিতে এটা সহজেই অনুমেয় লেখক হিসাবে শিবরামের যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তার আগে তাঁর যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে, সবই তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল। কিন্তু তা থেকে শিবরামের ধনযোগ না ঘটলেও মানের সংযোগ ঘটেছিল ভালোই। ফলে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, তিনি সেই অর্থপ্রাপ্তিতে লেখার নতুন দিশা পেয়েছিলেন। এজন্য শিবরাম আর পিছন ফিরে তাকাননি। অথচ হাস্যরসের ধারাটি যে হাসির মতোই ক্ষণস্থায়ী এবং উপেক্ষিত, তাও তিনি জানতেন। শুধু তাই নয়, ছোটদের লেখায় বড়দের সম্মান ও সম্ভ্রম মেলে না, পুরস্কার ও স্বীকৃতি তো দূর অস্ত। তবুও শিবরাম তাঁর সিরিয়াস লেখনীকে তুলে রেখে লঘুরসের নতুন তুলিতে শিব্রামের প্রতিকৃতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। অথচ তিনি তা করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। স্বেচ্ছায় তিনি যেমন দারিদ্রকে নিত্যসঙ্গী করেছিলেন, তেমনই স্বজ্ঞানে শিব্রামের ছায়ায় তাঁর সিরিয়াস কায়াকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, ভাবা যায়! অবশ্য তাতে তাঁর যন্ত্রণা এবং তজ্জনিত অভিমান তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তারপরেও শিবরাম শিব্রামকে আঁকড়ে ধরে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করার সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন এবং তাতে অব্যর্থ সফলতা পেয়ে জনতা জনার্দনের দরবারে রঙ্গরসিকের আসনটি পাকা করে তুলেছেন। আজও বাংলায় সেই আসনটি মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় জেগে ওঠে, সমঝদার সুধীজনের কথায় ওঠে আসে।

শিবরাম যখন শিব্রামের পরিচয়ে সুপরিচিতি পেয়েছিলেন, তখনও ইচ্ছে করলে আগের সিরিয়াস পরিচয়কে জাগ্রত করতে পারতেন, কিন্তু তা করাতে তিনি তৎপর হননি। শুধু তাই নয়, তাতে পরীক্ষানিরীক্ষা করার বাতিক পর্যন্ত তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি । অথচ তা করার প্রবল সম্ভাবনা তথা যথেষ্ট রসদও তাঁর মধ্যে ছিল। এই যেমন তাঁর 'আজ এবং আগামীকাল' (১৯২৯) বইটি 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী'(১৯৪৩) নামে সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং পরে এটি গ্রন্থালোক সংস্করণে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' (১৩৫৯) হয়ে আরও সমৃদ্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর অধিকার ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অথচ তারপরে 'ফানুস ফাটাই' (১৮৮২ শকাব্দ) নামে একটি জোড়াতালি প্রবন্ধের সংকলন (কেননা বইটির অনেকগুলি রম্যরচনা। বেশকিছু প্রবন্ধ আগে লেখা।) বর্তমান। অন্যদিকে 'কবিতা', 'দেশ', 'নিরুক্ত', 'একক' প্রভৃতি পত্রিকায় শিবরামের অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হলেও সেগুলো কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়নি। যাঁর হাতে 'দেবতার জন্ম' হয়েছিল,সেই শিবরামের লেখনী থেকে আর একটিও সিরিয়াস গল্পের বই প্রকাশিত হয়নি। অন্যদিকে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র (১৯৩৭) পর যাঁকে লিখতে হয়েছিল 'বাড়ি থেকে পালিয়ের পর', তাঁর কাছে সিরিয়াস উপন্যাস রচনার বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই অস্বাভাবিক ছিল । আর নাটকের কথা না বলাই শ্রেয়। অসংখ্য হাস্যরসাত্মক নাটক তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে। এমনকি, সেই নাটকগুলির একটি সংকলনও বেরিয়েছে 'শিবরাম চক্রবর্তী'র শিশুনাট্য' (১৯৬৬) নামে। অথচ সংকলনের অনেক নাটকই প্রাপ্তবয়স্কদের কথায় পরিপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকারের ছোটদের লেখক পরিচিতিই সেক্ষেত্রে নামকরণের হেতু হয়ে উঠেছে। অসহায় শিবরামের স্বরচিত শিব্রামীয় পথে সক্রিয় থাকাই তাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর সিরিয়াস নাট্যরচনার প্রয়াস আর নিবিড়তা লাভ করেনি। আসলে শিবরাম ততদিনে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি জীবনের অপরাহ্নবেলায় লেখা আত্মজীবনীদ্বয়কে (অপরটি 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর') হালকাচালে রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করে তাঁর শিব্রামে আত্মনিবেদিত প্রকৃতিকে সবুজে সজীব করে তুলতে তুলির শেষ টানটি পর্যন্ত অবিচল রেখেছেন। সেক্ষেত্রে সেটি শিবরাম চক্রবর্তীর আত্মজীবনী হয়ে ওঠেনি, আসলে তা হয়েছে শিবরাম কীভাবে শিব্রাম হয়ে উঠেছেন, তার আত্মকথা। এজন্য অবশ্য তাঁর জীবনের হাহাকার সবসময় সংগুপ্ত থাকেনি, মাঝে মাঝে জেগে উঠেছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দক্ষ বাজিকরের মতো শিব্রামের ভূমিকাকে সজীবতা প্রদান করে রঙ্গরসে পাঠককে আমোদিত করে তা ভুলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। সেদিক থেকে আমরা যে তাঁকে চিনতে পারিনি বা পারি না, সেটাই শিবরামের সার্থকতা।

যেভাবেই হোক শিবরাম নিজেকে শিব্রামে সঁপে দিয়েছিলেন। এই সঁপে দেওয়ার নেপথ্যে অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল তাঁর ছিন্নমূল দারিদ্রপীড়িত ছন্নছাড়া জীবন। এজন্য 'মৌচাক' পত্রিকায় গল্প লেখার জন্য সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছে থেকে আগাম পনেরো টাকা পাওয়ায় সেদিন তাঁর অন্তরাত্মা হেসে উঠেছিল। সেই সময় কাবুলিওয়ালার কাছে থেকে ঋণ নিয়ে তাঁকে জীবননির্বাহ করতে হয়েছিল। সেই কাবুলিওয়ালার সুদ মেটানোর দায়ে পড়ে অসহায় শিবরাম সেদিন সুধীরচন্দ্রের কাছে থেকে লেখার বিনিময়ে পনেরো টাকা চাওয়ার সৎসাহস অর্জন করেছিলেন । তিনি আত্মজীবনী ('ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা')-তে সেকথা অকপটে স্বীকার করেছেন। সেই টাকাপ্রাপ্তিতেই তাঁর লেখকসত্তায় পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর কথায় 'দিতেই, টাকাটা পেতেই না, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হেসে উঠল তক্ষুনি। সেই হাসিই ক্রমে বন্যার আকারে ধরে আমার আগেকার সব লেখাপত্তর ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে হাসির গল্প হয়ে দেখা দিয়েছে তার পরে... বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, শিশু সাহিত্যেও প্রথম নয় নিশ্চয়, কিন্তু হাতে প্রথম হাসির গল্প সেইটাই।' লিখে টাকা পাওয়া শিবরামের সেই প্রথম। একজন প্রতিষ্ঠিত সম্পাদকের কাছে থেকে লেখার জন্য আগাম দক্ষিণাপ্রাপ্তিতে এটা সহজেই অনুমেয় লেখক হিসাবে শিবরামের যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তার আগে তাঁর যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে, সবই তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল। কিন্তু তা থেকে শিবরামের ধনযোগ না ঘটলেও মানের সংযোগ ঘটেছিল ভালোই।

শিবরামের সাহিত্যিক প্রতিভায় উপেক্ষার বর্ণিল আলো রামধনুতে বর্ণময় মনে হয়। কেননা শিল্প-সাহিত্যে আত্মগোপন করে সাফল্য অর্জন করা মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকেরই পরিচয়বাহী। সেই মহত্ত্বে শিবরাম চক্রবর্তী আজও অদ্বিতীয়।

শিবরাম তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় ধরতে পেরেছিলেন শিব্রামকে পাঠক আপন করে নিয়েছে। এজন্য তিনি গুরুগম্ভীর সাহিত্যের খাসমহলে সেনাপতির চেয়ে লঘু-হাস্যরসের দরবারে রাজা হওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই রাজার সমাদর যতই উপেক্ষণীয় হোক, তাতেই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা যে সহজসাধ্য হয়ে উঠবে,তা তিনি ভালো ভাবেই আগাম বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য শিবরাম সার্কাসের কাউনের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে দ্বিধা করেননি। 'শিবরাম চক্রবর্তীর স্বনির্বাচিত গল্প' (১৩৬৩)-এর ভূমিকায় শিবরাম জানিয়েছেন 'সার্কাসের ক্লাউন যেমন। সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা হোলো দক্ষযজ্ঞ ভাঙার। সব খেলাই জানে, সব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে যায়, খেলাটা হাসিল হয় না; হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়। কিন্তু আমি তা পেরেচি কি!' তিনি যে পেরেছেন, তা বলাইবাহুল্য। আসলে শিবরামের সাধনায় কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। এজন্য তাঁর পক্ষে শিব্রামে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল। অথচ আজও আমরা শিবরামে পৌঁছাতে পারিনি। 'হাসির গল্পকার' কিংবা 'ছোটদের লেখক' হওয়ার লক্ষ্যে শিবরাম শিব্রামে যতটা সফল, তাঁকে 'হাসির রাজা'র আসনে বসিয়ে আমরা ঠিক ততটাই ব্যর্থ। এজন্য আমাদের কাছে আজও শিবরাম মানেই শিব্রাম। আসলে আমরা শিবরামের দৌলতেই শিব্রামে পৌঁছেছি ঠিকই, কিন্তু আসল শিবরামের নাগাল পাইনি। কেননা শিবরাম আর শিব্রামের মাঝের 'বনাম'-এর তুল্যমূল্য মানদণ্ডটিও শিবরাম তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় লঘু করে দিয়েছেন। তার ফলে শিবরাম আর শিব্রামের মাঝে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তিবিলাস আপনাতেই সজীবতা লাভ করেছে। সেদিক থেকে উপেক্ষিত শিবরাম সফল শিব্রামের পাশে বাংলা সাহিত্যে নজিরবিহীন বিরল প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অবশ্য এজন্য শিবরামের সাহিত্যিক প্রতিভায় উপেক্ষার বর্ণিল আলো রামধনুতে বর্ণময় মনে হয়। কেননা শিল্প-সাহিত্যে আত্মগোপন করে সাফল্য অর্জন করা মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকেরই পরিচয়বাহী। সেই মহত্ত্বে শিবরাম চক্রবর্তী আজও অদ্বিতীয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের একাংশকে নিগ্রহের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ফের যাদবপুরের ছায়া রায়গঞ্জে। এবার রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে হোস্টেলে দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের একাংশকে শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের অভিযোগ তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে কার্যত আতঙ্কিত নিগৃহীত পড়ুয়ারা। তাদের ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন সিনিয়ররা। অন্যদিকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং কাণ্ড ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং রুখতে নড়েচড়ে বসেছিল সরকার থেকে শুরু করে প্রশাসন। কিন্তু তারপরেও মাঝে মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সিনিয়রদের দ্বারা জুনিয়রদের নিগ্রহের ঘটনা। এবারে এমনই অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে। এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের একাংশ সিনিয়রদের বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে সরব হন। গত রবিবার হোস্টেল ক্যাম্পাসে একটি বার্থ ডে পার্টি সেলিব্রেশন ঘিরে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। নিগৃহীত মেডিক্যাল পড়ুয়াদের অভিযোগ, তারা এক সহপাঠীর বার্থ ডে সেলিব্রেট করছিলেন। তখনই সিনিয়র অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষের কিছু পড়ুয়া তাদের বকাঝকা করে। তখনকার মতো ঝামেলা মিটে গেলেও ঐ ইস্যুতেই গত শুক্রবার গভীর রাতে তাদের ডেকে পাঠান সিনিয়ররা। অভিযোগ এরপরই জুনিয়রদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। মারধর পর্যন্ত করা হয় বলে অভিযোগ।

কোমল মীনা নামের এক জুনিয়র ছাত্র জানান, সিনিয়ররা তাকে বেধরক মারধর করে। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। পরে জল ঢেলে তাকে সুস্থ করে আবার নির্যাতন করা হয়। তাদের আবার মারধরের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। যার জেরে আতঙ্কিত রাজস্থানের বাসিন্দা এই মেডিক্যাল পড়ুয়া। নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ঘটনায় রীতিমতো ভেঙে পরেছেন ছাত্রীরাও।

রিয়া সিং নামের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী জানান, ঘটনার আতঙ্কে হোস্টেলে থাকতে পারছেন না। তাকে উদ্দেশ্য করে নানান কুমন্তব্য করা হচ্ছে। তিনি সুবিচার চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

জুনিয়রদের তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ঋষভ মুখার্জি। পাল্টা অভিযোগকারী ছাত্র ছাত্রীদের বিরুদ্ধে কলেজে নেশা করা সহ কলেজের পঠন-পাঠনের পরিবেশ নষ্টের অভিযোগ এনেছেন তিনি। এ বিষয়ে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানান ঋষভ। রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

সিউড়ি কেন্দুয়া রক্ষা কালিতলায় রক্ষা কালী পুজোকে কেন্দ্র করে ভক্তদের ভিড়।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। মৃত দুই বাইক আরোহী সুশান্ত গড়াই (৫৭) ও সুশান্ত দাস বৈরাগ্য(৫৯)। সম্পর্কে দু'জন হলেন শ্যালক ও জামাইবাবু। দু'জনেরই বাড়ি বুদবুদ এলাকায়। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১০ টা নাগাদ ওই দুই বাইক আরোহী বীরভূম থেকে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে পানাগড়ের দিকে আসার সময় কাঁকসার মিনি বাজারের কাছে বীরভূমগামী একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে প্রথমে পানাগড় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দুই জনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা চলাকালীন মধ্য রাতে দু'জনের মৃত্যু হয়।

কৃষক বন্ধু প্রকল্পের টাকা পেলেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: কৃষক বন্ধু প্রকল্পের রবি শস্য মরশুমে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল বীরভূমের জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে। শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। নির্দেশমতো বীরভূম জেলাতেও জেলা কনফারেন্স হলে জেলার চাষিদের হাতে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সহায়তা পৌঁছে দিতে হাজির ছিলেন ক্ষুদ্র কুটির ও বর্তমান শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী এবং বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। এদিন ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯০০ জন কৃষক বন্ধুকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, যার আর্থিক মূল্য ১৫৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে কৃষক বন্ধু ডেথ বেনিফিট হিসাবে ২২০৬ জনকে দেওয়া হয় ৪৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। এর পাশাপাশি ৬৭৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সবুজ সাথী সাইকেল বীরভূম জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেওয়া হয়।

সামনেই লোকসভা ভোট, সাধারণ ভোটারদের সচেতন করতে সিউড়িতে জেলাশাসকের কার্যালয়ে মঙ্গলবার ইভিএম ডেমোস্ট্রেশন সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বীরভূমের জেলা শাসক বিধান রায়।

SBI | **রিটেইল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, হাওড়া,** ২৩এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১ ইমেল: sbi.10263@sbi.co.in | **গাড়ি নিলাম**

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে **২০.১২.২০২৩** তারিখে (**বুধবার**)। ইচ্ছুক ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত উল্লিখিত স্থান পরিদর্শনের জন্য **১৮.১২.২০২৩ (সোমবার)** তারিখের মধ্যে যে কোনও দিন **সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার** ভিতর। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **বিকেল ৪.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টার মধ্যে, আরএসপিসি হাওড়া, ২৩এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১** -তে।

গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	মজুত মূল্য (টা.)
১.	মডেল/তৈরি : মাহিন্দ্রা এক্সইউভি ৫০০ এফডব্লুডি ডব্লু৯, ইঞ্জিন নং- **WTJ4H19949**, চেসিস নং- **MA1YU2WTUJ6H13535**, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নং : **WB 12AV 9528.**	২০১৮	৬,৪৮,০৭৭.০০ টাকা

অফিসিয়াল ব্রাঞ্চের যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭৮৯২০৮

দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।
গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ডিমান্ড ড্রাফট/চেক মাধ্যমে যা "এসবিআই, আরএসপিসি হাওড়া"**-র অনুকূলে। **নগদ গৃহীত হবে না।**
খ) আগ্রহী ক্রেতাদের **১৯.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে** এসবিআই আরএসপিসি হাওড়া (৩য় তল) এর ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে "বিআইডি আবেদন ফর্ম" সহ কেওয়াইসি ডকুমেন্টের কপি (আইডি প্রুফ এবং রেসিডেন্স প্রুফ উভয়ই) জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এর পরে কোনও ফর্ম গ্রহণ করা হবে না।
গ) নিলামের সময় শুধুমাত্র দরদাতা উপস্থিত থাকবেন।
নিলামে কোনও প্রতিনিধিকে অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঘ) মজুত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
ঙ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
চ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের ৭ দিনের ভিতর। সকল সংবিধিবদ্ধ/বিবিধ বকেয়া যেমন পথ কর, বীমা, নাম স্থানান্তর সহ ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা দ্বারা অবশিষ্ট পরিমাণ জমা না করা হয়, জমাকৃত বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ছ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
জ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই, আরএসপিসি হাওড়া"** কোনও ভাবেই দায়ী নয়, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ১৩.১২.২০২৩
স্থান : হাওড়া
অনুমোদিত আধিকারিক
এসবিআই, আরএসপিসি হাওড়া

SBI | **এসবিআই আরএসিসি উলুবেড়িয়া (৬২৯৭৭)** ২য় তল, এসবিআই উলুবেড়িয়া বিল্ডিং, উলুবেড়িয়া, হাওড়া - ৭১১৩১৫ ফোন নং : ৬২৯২৩০৩৬৪২, ইমেল : sbi.62977@sbi.co.in | **পরিশিষ্ট - IV { রুল-৮(১)} দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯.০৯.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী অভিজিৎ রায়, কুশবেরিয়া আমরা কজন ক্লাবের নিকট পো. এবং থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩০৩, অন্যান্য ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং সি ২য় তল, মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট, ফুলেশ্বর ক্লাবের নিকট, ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৬১,৩২৩.০০ টাকা (সাত লাখ একষট্টি হাজার তিনশো তেইশ টাকা) টাকা ১৩.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চেঙ্গাইল শাখার নিকট বকেয়া **৭,৬১,৩২৩.০০ টাকা (সাত লাখ একষট্টি হাজার তিনশো তেইশ টাকা) টাকা ১৩.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি, ২য়তলে,পরিমাণ ৬০৪ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৭২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া বাস্তু জমি পরিমাণ ১৩ ডেসিমেল জি-৪ বহুতল "মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট " নামে ভবনে, দাগ নং আরএস ১৮০২ এবং এলআর ১৭৬৯ ,খতিয়ান আরএস ৮২৪ এবং খতিয়ান নং এলআর ৭৮২/২,মৌজা -ফুলেশ্বর, জেএল নং ১০৮, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা-হাওড়া, **সম্পত্তি শ্রী অভিজিৎ রায় এর নামে।**

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১১.১২.২০২৩
স্থান - উলুবেড়িয়া, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD | পরিশিষ্ট - IV (পরিশিষ্ট III) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
প.ব., পিন - ৭৪২ ১০১ ইমেল : z184@indianbank.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৭.০৮.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা কমল সরকার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল সরকার,** মেছুয়াপাড়া লেন আনন্দনগর কলোনি, পোস্ট ঘূর্ণি, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, **ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল সরকার,** পিতা শ্রী সুশীল সরকার, মেছুয়াপাড়া লেন আনন্দনগর কলোনি, পোস্ট ঘূর্ণি, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী কমল সরকার,** পিতা শ্রী সুশীল সরকার, মেছুয়াপাড়া লেন আনন্দনগর কলোনি, পোস্ট ঘূর্ণি, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং - ৫০৪১১০৩৬০৭৪, এফআইটিএল এ/সি - ৭০৪৪৫৭৬৬৭৪ **আর. এন. টেগোর কৃষ্ণনগর শাখা,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,০৬,৪১৯.৯৯ টাকা (সতের লাখ ছয় হাজার চারশ উনিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৮ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কএর নিকট বকেয়া **১৭,০৬,৪১৯.৯৯ টাকা (সতের লাখ ছয় হাজার চারশ উনিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা** ০৭.০৮.২০২৩ **অনুযায়ী** সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং সম্পত্তি মৌজা- সোনদহ, জেএল নং ৯৭, খতিয়ান নং আরএস ৫৬১, এলআর ১৪০৯, বর্তমান এলআর ৩৮৬৩, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৯৪৬, জমির পরিমাণ ২.৫০ শতক বা ০.০২৫ একর বা ১ কাঠা ০৮ ছটাক এবং তদস্থিত ভবন, শ্রেণি-ভিটা, কৃষ্ণনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন,পাঁচবেড়িয়া মেছুয়া পাড়া লেন, কৃষ্ণনগর, এডিএসআরও-কৃষ্ণনগর, ডিএসআর নদিয়া, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-নদিয়া, শ্রী কমল সরকারের নামে সম্পত্তি। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সর্বাণী সরকারের খালি জমি, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : শ্রী সিদ্ধেশ্বর দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী বিশ্বনাথ দাসের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০৮.১২.২০২৩
স্থান : আর. এন. টেগোর, কৃষ্ণনগর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সংশ্লিষ্ট দখল নোটিশ ১২.১২.২০২৩ তারিখের সংস্করণে সংবাদপত্র 'একদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত, ৩য় ঋণগ্রহীতার নাম মা চন্দনা ফিস এজেন্সির শাখার নাম মুদ্রন প্রমাদ বশত ছাপা হয়েছে যা পড়তে হবে সোয়ালুক-বালিদেওয়ানগঞ্জের পরিবর্তে। অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
NEW G.T. ROAD, UTTARPARA, HOOGHLY – 712258

Memo no. 6/7491
Date: 12.12.2023
NOTICE

This is to notify that the Uttarpara-Kotrung Municipality approved SWM Bye Law (Municipality Solid Waste Management Bye Law, 2020) on 10.02.2020, office Memo. No. 6630 as a draft resolution. The Municipality is hereby inviting public opinion regarding SWM Bye Law (Municipality Solid Waste Management Bye Law, 2020) in writing with 10 days timeline from 5th August 2023 to 14th August 2023. After receiving all the concerns received from the public opinion the final BOC (dated 17.08.2023) of the Municipality has been finally adopted and passed the SWM Bye Law (Municipality Solid Waste Management Bye Law, 2020) resolution.

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking | **বর্ধমান জোনাল অফিস** ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩ | **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ. শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সলমন শিখ খ) শাখা : ধাত্রীগ্রাম	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং -৪৪৬, খতিয়ান নং - ১৩৫৭, জেএল নং-১০৪, মৌজা-অনুখাল, থানা-কালনা, অনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত সাব জেলা কালনা এবং জেলা- পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আবদুল সালামের ভবন, দক্ষিণে : পাকা পিচ রোড, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : সোলেমান শেখের ডোবা সমন্বিত।	ক) ০৭.১২.২০২৩ খ) ৩১.০৭.২০২৩ গ) ১৩,৪৬,৪৭১.৯১ টাকা (তেরো লাখ ছেচল্লিশ হাজার চারশ একাত্তর টাকা এবং একানব্বই পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স জিত পলিমার অংশীদারগণ শ্রী শুভজিৎ কুন্ডু এবং শ্রী সর্বজিৎ কুন্ডু খ) শাখা : বাঁকুড়া	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ ভবন শ্রী সর্বজিৎ কুন্ডু এবং শ্রী অভিজিৎ কুন্ডু পরিমাণ ৬৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-শঙ্করহাটি, থানা এবং জেলা- বাঁকুড়া, সানবাঁধা জিপি অধীন, জেএল নং ২০৩, এলআর খতিয়ান নং ২২১, ২২২, এলআর প্লট নং -১০৭, ১০৮, ১০৯, ১০৭/৩৪০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্প, দক্ষিণে : চলার পথ এবং শ্রী সমর শিট এর জমি, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।	ক) ১১.১২.২০২৩ খ) ১৬.০৮.২০২৩ গ) ২,২১,৩৭,৭৬৮.৩৩ টাকা (দুই কোটি একুশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ আটষট্টি টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ

দ্রষ্টব্য : দখল নোটিশ অধীনে পূর্বের বিজ্ঞাপন যা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (পৃ নং ৫) এবং একদিন (পৃ নং ৫) ১২.১২.২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে শাখার নাম পড়তে হবে "জামুড়িয়া"- আসানসোলের পরিবর্তে। অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ১৩.১২.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড
রেজি. অফিস ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং #৫০৩, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
ফোন নং ০৩৩-২৪৫৪১০৫১/৫২, **ই-মেল আইডি :** jayshreenirmanlimited@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.jayshreenirman.com
CIN -L45202WB1992PLC054157

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির অবজেক্ট ক্লজের সংশোধনী সংক্রান্ত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের সংশোধনীগুলি ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সদস্যদের কাছে ইমেল করা হয়েছে।
সময়ে সময়ে জারি করা এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ২০১৩-এর ধারা ৪৪, ১০৮, ১১০ এবং কোম্পানি আইন, অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানগুলির বিধানগুলি যা সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধিগুলির ২০ এবং ২২ এর সাথে পড়ে সাধারণ সভায় সময় এবং সচিবালয়ের মান - ২-এ, এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির সদস্যদের কাছে নোটিশ বা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের কোনও ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে না এবং কোনও ফিজিক্যাল ব্যালট ফর্ম গ্রহণ করা হবে না। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে কাট-অফ তারিখে, ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ অনুযায়ী। ব্যবসার জন্য রিমোট ই-ভোটিং নির্ধারিত হিসাবে লেনদেন করা হবে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে শুরু হবে বৃহস্পতিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় এবং ১২ জানুয়ারি, ২০২৪ শুক্রবার বিকাল ৫টায় শেষ হবে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং অবিলম্বে সিডিএসএল দ্বারা ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমতি দেওয়া হবে না।
স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালট (দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে) ভোটের ফলাফল ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪ শনিবার বা তার আগে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পরিচালক দ্বারা ঘোষণা করা হবে।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়া সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন বা অভিযোগের সমাধান করার জন্য দায়ী ব্যক্তি, যদি থাকে :
কোম্পানি সেক্রেটারি, শ্রী সৌরভ ব্যানার্জি, ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নম্বর #৫০৩, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯ যোগাযোগ নম্বর ০৩৩-২৪৫৪১০৫১/৫২ ইমেল jayshreenirmanlimited@gmail.comএ।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড
স্বা/-
সৌরভ ব্যানার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং ৩৭১৪৩

তারিখ : ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

IndusInd Bank | **আপার উড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ** সাবিত্রী টাওয়ারস, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট - IV
দখল নোটিশ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লি এর অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ১২.০৯.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., শ্রী অমিতাভ সেন (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), শ্রীমতি ছায়া সেন (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত **৩,২২,৪৬,৫৬০.৮৪ টাকা (তিন কোটি বাইশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ ষাট টাকা এবং চুরাশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ দাবি নোটিশে উল্লিখিত হারে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লি. নিকট বকেয়া **৩,২২,৪৬,৫৬০.৮৪ টাকা (তিন কোটি বাইশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ ষাট টাকা এবং চুরাশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ দাবি নোটিশে উল্লিখিত হারে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি -১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ৫৪, পটুয়াটোলা লেন,থানা-আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা, পুর ওয়ার্ড নং ৪০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ (দলিল অনুযায়ী) - উত্তরে :** পটুয়াটোলা লেন (কর্পোরেশন লেন)। **দক্ষিণে :** পুর হোল্ডিং নং ৫৪/১, পটুয়াটোলা লেন এর খালি জমি, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ৫৪ এর অংশ, পটুয়াটোলা লেন বন্টিত শ্রীমতি কমলা ব্যানার্জি এবং অনিল ব্যানার্জিকে। **পশ্চিমে :** চিন্তামণি দাস লেন (কর্পোরেশন লেন)।
সম্পত্তি -২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় দক্ষিণ দিকে চার তলা ভবনে, পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৩০ বর্গফুট কমবেশি এক বেড রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এবং এক ম্যাজেনাইন ফ্লোর পরিমাণ আনুমানিক ১৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং একটি ঢাকা গ্যারাজ একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১৪০ বর্গফুট কমবেশি উক্ত ভবনে নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ ২ কাঠা, ১৩ ছটাক এবং ৩০১/২ বর্গফুট অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড (পূর্বতন ৭৯/১৮ লোয়ার সার্কুলার রোড) থানা- তালতলা, কলকাতা- ৭০০০১৪ , কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন ওয়ার্ড নং ৫৩, এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির দান দলিলে বর্ণিত মতে নং ১-১৯০১-০৮৪৯৯/২০২১ তারিখ ২৩.০৯.২০২১ রেজিস্ট্রিকৃত ০৮/১১/২০২১ তারিখে শ্রী অমিতাভ সেন এর নামে।

তারিখ : ১১/১২/২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ(পূর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12 ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী/রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী/রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ		তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
			তারিখ	বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	
KOLHL1800 0478	1. মেসার্স বসুন্ধরা (ঋণগ্রহীতা) 2. সুষনয় পাল (উপ-ঋণগ্রহীতা/গণ) 3. পিঙ্কি পাল (উপ-ঋণগ্রহীতা/গণ) 4. মেসার্স এস.পি.টেলিকম (ঋণগ্রহীতা)	সম্পত্তি সমগ্র অংশটির ঠিকানা মৌজা - নগরথুবা জে.এল.নং 81, দাগ নং 140 / 699, হাল দাগ নং 188, সেবক খতিয়ান নং 146, এল.আর খতিয়ান নং 1493, 1494,ওয়ার্ড নং 17, হোল্ডিং নং 192 / এন, স্ট্রীট বারালিয়া রোড, পি.এস. হাবড়া, হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, উত্তর 24 পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - 743263 পূর্ব: মানিক কুন্ডুর সম্পত্তি পশ্চিম: 6 ফুট প্রসস্ত প্যাসেজ উত্তর: নারায়ণ সাহার সম্পত্তি দক্ষিণ: শিশির বালার সম্পত্তি	29-05-2021	টা.47,24,029.74 (টাকা সাতচল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার উনতিরিশ এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র) 05-05-21 অনুসারে	09-12-2023 ফিজিক্যাল পজেশন
KOLHL1800 0573	1. মেসার্স রাধা কৃষ্ণ অটো কোচ (ঋণগ্রহীতা) 2. সজল সরকার (উপ-ঋণগ্রহীতা/গণ) 3. মিঠু সরকার (উপ-ঋণগ্রহীতা)	সম্পত্তির সমস্ত অংশের ঠিকানা - দত্ত পুকুর, খতিয়ান নং-19, দাগ নং-380, দত্তপুকুর 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ - 743248 পূর্ব: মি অসীমের বাড়ি পশ্চিম: 6 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ উত্তর: সিজিআই শেড হাউসেস দক্ষিণ: এক তলা বাড়ি	14-06-2019	টা.21,78,962.32 (টাকা একুশ লাখ সাতাশি হাজার নয়শ বাষট্টি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) 03-06-19 অনুসারে।	07-12-2023 ফিজিক্যাল পজেশন

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 13.12.2023
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান** (কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.) জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in | **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩১.০৮.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ (১) শ্রী বলদেব সিং, পিতা কুলদীপ সিং (২) শ্রীমতি চরণজিত কাউর, স্বামী বলদেব সিং, ঠিকানা - বাকার আলি লেন, ১২, জোহামল স্কুল, আসানসোল - ৭১৩৩০১ এবং শ্যাম প্লাজা ব্লক - 'এ', ভগৎ সিং মোর, রঞ্জিত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, জি টি রোড আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩১,৩৮,৪৯৩.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা) টাকা** ৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০১.০৯.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৩১,৩৮,৪৯৩.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা) টাকা** ৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০১.০৯.২০২৩ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নবনির্মিত বসবাসের ফ্ল্যাট, টাইলস মেঝে ইউনিট ফ্ল্যাট নং ৪বি, অবস্থিত ৫মতলে, নবনির্মিত বসবাসের তথা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স (বি-জি-৪) "শ্যাম প্লাজা ব্লক এ" নামে, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৩২২, ৩২৩ এবং ৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৪ এবং ৪৪৫, পরিমাণ এরিয়া ০৯ কাঠা ০২ ছটাক বাস্তু শ্রেণির সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩১৪ বর্গফুট টাইলস মেঝে সমন্বিত ঢাকা এরিয়া ৯২০ বর্গফুট, সকল ফিটিংস এবং ফিক্সচার সহ এবং একটি কার পার্কিং এরিয়া পরিমাণ ১৩৫ বর্গফুট "শ্যাম প্লাজা ব্লক-এ" এর বেসমেন্টে, ভগৎ সিং মোড়, রঞ্জিত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, জি টি রোড আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৪, শ্রী বলদেব সিং এবং শ্রীমতি চরণজিৎ কাউর এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জি টি রোড, দক্ষিণে : আর এস প্লট নং ৩৩৬, পূর্বে : আর এস প্লট নং ৩২৪, পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ৩১৮ সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১২.১২.২০২৩
স্থান - আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

শহুরে হয়েও এখনও পঞ্চায়েত তকমা, ক্ষোভ এলাকায়

দেবাশিস দে ● আমতলা

আমতলা: কলকাতার দক্ষিণ সীমান্ত থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আমতলা। এই এলাকাটি এখন সুবৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। এখানে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ী নিত্যদিন ব্যবসা করেন। এছাড়া এই আমতলা এলাকাকে কেন্দ্র করে আশেপাশে অনেক কল কারখানা ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এছাড়াও এই এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় কুড়িটির অধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক সফল ভাবে কাজ করে চলেছে। বেশ কয়েকটি শপিংমলও ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। তাছাড়া কলকাতার খুব কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় এই এলাকার জনসংখ্যার চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে পুরসভা বিষয়ক দপ্তরের বিল্ডিং রুল প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন হয়ে চলেছে। এই অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এলাকার পরিবেশ একটু একটু করে দূষিত হচ্ছে। ফলত এলাকার আবর্জনা অপসারণ থেকে শুরু করে যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের অপ্রতুলতার কারণে এলাকার উন্নয়ন ব্যবস্থা নগর কেন্দ্রিক না হওয়া কারণে তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। রাস্তা ও অলিতে গলিতে যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপে ভরে গিয়েছে। একটু বৃষ্টিতেই আমতলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে হাঁটু সমান জল জমে যায়। এমনকী লোকের ঘরের মধ্যেও জল ঢুকে থই থই অবস্থার আকার ধারণ করে। এইসব কারণে ২০১১ সালে বামফ্রন্টের শাসনকালের শেষ দিকে ওই সরকারের রাজ্য মন্ত্রিসভা আমতলা এলাকাকে পুরসভায় মর্যাদা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তারপরই খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। বাম জামানার অবসানের পর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবর্তনের সরকার। কিন্তু বাস্তবিকভাবে তা আজও কাগজ-কলমেই বন্দি হয়ে আছে। এই কথাগুলোই এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন এলাকার বাসিন্দা রঞ্জন উপাধ্যায়। বয়স ষাটের কোঠায়। তবে চেহারায় খুবই তরতাজা। তিনি জানালেন, আমতলা সহ মোট দশটি মৌজাকে নিয়ে পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আমরা অনেক আশাবাদী ছিলাম এই নতুন সরকার আমাদের এই এলাকাকে পুরসভার চেহারা দেবে। কিন্তু নানান টালবাহানা করেও পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল আজও আমরা গ্রামের তকমা থেকে মুক্ত হতে পারলাম না। পুরোদস্তুর শহর হয়েও আমাদের এখনো পঞ্চায়েতের তকমা বহন করে চলতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করে জানা গেল, ২০১৬ সালে বর্তমান তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই এলাকাকে পুরসভা করার প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। সেই বছরই তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ওই প্রস্তাবকে কার্যকর করার পক্ষে শিলমোহর দেন। তথাপি কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আজও সেই সিদ্ধান্ত রূপায়িত হয়নি। এই নিয়ে এলাকার মানুষের প্রবল আক্ষেপ আছে। যদিও এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের কথায়, বিষয়টি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরে আছে। তিনি সময়মতো ঠিকই এই এলাকাকে পুরসভা ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এই সম্পর্কে এলাকার জনৈক আরটিআই কর্মী সম্প্রতি রাজ্য পুর বিষয়ক দপ্তরে আরটিআই করে জানতে পারেন বর্তমানে রাজ্য সরকারের প্রবল আর্থিক সংকটের জন্য রাজ্যে কোনও নতুন পুরসভা তৈরি করা যাচ্ছে না। আর্থিক সচ্ছলতা এলে বিষয়টি সরকার অবশ্যই বিবেচনা করবে।

বসিরহাট শ্যুট আউট কাণ্ডের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খাওয়াকে কেন্দ্র করে গুলি চালানোর ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মূল দুষ্কৃতী বোমকেশ মুখা ওরফে বুবোকে গ্রেপ্তার করল বসিরহাট থানার পুলিশ। অন্যদিকে কুড়ি লিটার তরল মাদকসহ এক দুষ্কৃতী মেঘনাদ দাস ওরফে ভোলাকে গ্রেপ্তার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। দুই দুষ্কৃতীর বাড়ি বসিরহাটের রাজীব কলোনি পাড়া এলাকায়। বসিরহাট থানার কলেজ পাড়া তাপস মণ্ডলের মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খাওয়াকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল হয় রবিবার রাতে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী মোটরসাইকেলে এসে দোকানের সামনে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে ক্রেতা বছর ৪৫ এর নবীন কুমার দাস গুলিবিদ্ধ হন। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলেজপাড়া এলাকায়। এরপর দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে বসিরহাট থানার পুলিশ। বসিরহাটের রাজীব কলোনি থেকে সোমবার রাতে বোমকেশ মুখাকে গ্রেপ্তার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। অন্যদিকে স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের স্বরূপদহ এলাকা থেকে মেঘনাথ দাস ওরফে ভোলাকে কুড়ি লিটার তরল মাদক সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দু'জনকেই এদিন বসিরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

TENDER NOTICE

CHANDURIA-I G.P. CHAKDAHA, NADIA. VISIT "https://wbtenders.gov.in" For NIT-720/Ch-1/5th SFC/23 dt.12/12/23. Publishing Date - 12/12/2023 End Date - 18/12/2023.

Sd/- Prodhan
CHANDURIA-I G.P.
CHAKDAHA, NADIA.

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 10/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **12/12/2023 (from 5.00 PM)**
Bid Submission Closing Date: **25/12/2023 (upto 11.00 AM)**
Bid Opening Date: **27/12/2023 (11.00 AM)**
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 11/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **12/12/2023 (from 5.00 PM)**
Bid Submission Closing Date: **25/12/2023 (upto 11.00 AM)**
Bid Opening Date: **27/12/2023 (11.00 AM)**
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 11 nos. different development works vide **NIeT No.: 247/BGP/2023, Date: 12/12/2023. Fund: SBM(G).** Tender has been published and for detail information visit undersigned G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

BHABTA-1 GRAM PANCHAYAT
(Under Beldanga-I Block)
Vill+P.O-BHABTA *
DIST.-MURSHIDABAD (W.B.)
NIeT No -06/15th CFC/BHB-I/2023-24 of Memo No:- 236 /15th CFC/ BHB-I of Dated:- **12.12.2023** Date of start of purchase of Tender paper:- **12/12/2023 (FROM 10.00 AM)**
Last date of dropping:- On or before **25/12/2023 (up to 10.00 AM)**
Date of Technical Bid Opening: **27/12/2023 (10.00 PM)**
Sd/- Prodhan
Bhabta-I Gram Panchayat
Vill+post-Bhabta, MS

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- 01/ANDUL-II GP/2023-24 & 02/ ANDUL-II GP/2023-24 With Vide Memo No. 506/Andul-II GP/2023-24 & 507/Andul-II GP/2023-24 Dated: - **11-12-2023**, The Last date for online submission of tender is **23/12/2023 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- htpp://wbtenders.gov.in

Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No- WBBDR/ P-1/111/1285/5th SFC/ EO/2023-24, Dated-08/12/2023 Tender ID: 2023_ZPHD_618527_1 has been floated.
Construction of wooden bridge over Chander Bill near Butterfly Garden at Munshipara under Samudragarh GP (Fund-5th SFC) has been floated 6 nos. various type of works under Purbasthali-I P.S. fund XV FC (2023-24) SAAP.
Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-1 Panchyat Samity
Srirampur, PurbaBardhaman

TENDER

Tender is invited within 14 days from the date of advertisement from registered contractors, for the complete construction including finishing work of our (G+4) storied LIG residential building (8. no. of flats) at Prem. No. 08-0851 Plot no. AA-IIIB/741 New Town, Kolkata, along with standard specification of material and work for Gopaldi Housing Co-operative Society Ltd. (email : sauravsaha777@gmail.com) .

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1837
Tenders are invited from the resulted Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-14/2023-24 dated 12.12.2023 under Panihati Municipality for details log on www.wbtenders.gov.in. Contact concern authority P.W. Department, Panihati Municipality at the above address. Last Date of submission 06.01.2024.
Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

HARISHPUR GRAM PANCHAYAT PENRO, UDAYNARAYANPUR, HOWRAH
TENDER NOTICE
E-Tender (1st Time Call) is invited by The Prodhan, Harishpur Gram Panchayat, under Udaynarayanpur Dev. Block in district Howrah from bonafied and resourceful contractors for the Three nos civil work. Tender Reference Number **-1) 40/HGP/5th SFC/(2023-24). 2) 41/HGP/5th SFC/(2023-24) 3) 42/HGP/ 5TH SFC/ (2023-24)**
Bid submission of Start date- **12/12/2023 from 2:00 p.m.** & Bid submission of Last date- **23/12/2023 to 3:00 p.m.** & Bid Opening date- **26/12/2023**
Intending tenderers may visit for the website, https://wbtenders.gov.in for further details.
Sd/- Prodhan,
Harishpur Gram Panchayat,
Udaynarayanpur, Howrah

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-72/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_620652_1. **(2)** Tender ID No. 2023_ADDA_620686_1. **(3)** Tender ID No. 2023_ADDA_620729_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur. **Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur**

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** of different development work under **5th SFC (Tied) 2023-24** Fund vide **Memo No.: 826/DGP & e-NIT No.: 20/DGP/PRO/2023-24, Date: 11.12.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **12.12.2023 at 04:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **26.12.2023 up to 01:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **28.12.2023 at 01:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT 134(2nd Cail), 165 & 169/23-24 Dated. 12.12.202
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalfof West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd.floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of, Civil & Electrical works at Murshidabad, Alipurduar District.Tender document may be downloaded from http://wbtenders,gov.in. Bid submission start date **13.12.2023 after 9:00 AM.** Bid submission end date **01.01.2024 before 4:00 PM** as per NIeT.
Dater: 12.12.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

OFFICE OF THE
DAKSHIN GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Vill:Matilal, P.O.:Durganagar, P.S.Dholahat, PIN:743399
ABRIDGED NIT
On behalf of **Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block** under south 24 parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of Three(3) nos Civil works and 1(One) no supply workwithin the GP area. The Estimated Cost excluding **GST &L. Cess are Rs. 2,99,720/-, 2,94,940/-, 1,25,290/, 2,13,500/- and Tender IDs are 2023_ZPHD_613819_1, 613820_1, 613821_1, 613823_1** respectively. The last Date of submission of Bid (online) is **20/12/2023 up to 01:00 PM.** For details please visit https://wbtenders.gov.in. Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.
Sd/ Pradhan,
Dakshin Gangadharpur GP

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :- 08/CGP/2023-24 , 09/CGP/2023-24, 10/CGP/2023-24 & 11/CGP/2023 all Dated : 08/12/2023
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Water treatment plant/ Drain /Building / Roads /Solar)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders.gov.i
*** Information to bidders :**
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice

Last date and time for downloading of tender documents	23/12/2023 up to 5.00 PM. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	23/12/2023 up to 5.00 PM. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	26/12/2023 After 11.00 AM (as per server clock)

By Order:-
Sd/- Prodhan
Choa Gram Panchayat

Gobindapur Gram Panchayat
Hatgobindapur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: 1030/GGP/2023-24 & NIT No.: 06/2023-24/15th CFC-Tied (Sl.-1), ii) Memo No.: 1031/GGP/2023-24 & NIT No.: 07/2023-24/5th FC (Sl. 1-5) & iii) 1032/GGP/2023-24 & NIT No.: 08/2023-24/5th SFC-Tied (Sl. 1-4), Date: 11.12.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **12.12.2023 from 18:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **26.12.2023 up to 10:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **28.12.2023 at 11:00 Hrs.** For details visit https://wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Gobindapur GramPanchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** of different development work under **PBG SFC 2022-23** Fund vide **Memo No.: 825/DGP & e-NIT No.: 19/DGP/PRO/2023-24, Date: 11.12.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **12.12.2023 at 03:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **26.12.2023 up to 01:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **28.12.2023 at 01:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)] বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **২৯.১২.২০২৩** তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক **(নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) মেসার্স রিলায়বেল কন্ট্রাক্টর (স্বত্বা. শ্রী প্রদীপ কুমার চ্যাটার্জি) খ) রায়নগর-বাঁশদ্রোণী শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন ঢাকা এরিয়া ৫০০ বর্গফুট অবস্থিত ই প্লট নং ৬৩০এ, এস প্লট নং ১৬৭/১, জমিস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট কমবেশি মোট জমি ১ কাঠা ১৪ ছটাক (কমবেশি) থেকে, নেতাজি নগর , সিএস প্লট নং ২২৩ (অংশ), ২৭৬(অংশ), মৌজা- খানপুর, জেএল নং ৪৬, প্রেমিসেস নং ৩/৩৫এ, নেতাজি নগর বেং পুর প্রেমিসেস নং ১৭০/২৬৬ এ, এন এস সি বোস রোড, ওয়ার্ড নং -৯৮, কলকাতা পৌর সংস্থার থানা-যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৪০, বিক্রয় দলিল নং ২৯৮৫ তারিখ ১৫.০৯.১৯৯৯ এডিএসআর অফিস- আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী প্রদীপ কুমার চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত অমিয় কুমার চ্যাটার্জির নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ফুট চওড়া কলোনি রোড, দক্ষিণে : ভেন্ডারের সম্পত্তি, পূর্বে : ৩/৩৪ নেতাজি নগর, পশ্চিমে : ৩/৩৬ বি, নেতাজি নগর।	১৫,৩১,৪৮০.০০ টাকা (পনের লাখ একত্রিশ হাজার চারশ আশি টাকা) ১৫.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৬,৫৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৬,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB20301787326 ঙ) নেই
২	ক) মেসার্স ক্যালকাটা পিসি সলিউশনস (স্বত্বা. শ্রী সৌভিক রায়) খ) ঠাকুরপুকর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তি জমি এবং ভবন (দোকান একতলায় এবং দোতলায়) জমিস্থিত নির্মাণ পরিমাণ কমবেশি ১০ ছটাক, ১১ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, পরগনা- খাসপুর, জেএল নং-১৯, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, দাগ নং ৩৩৫৫, আরএস খতিয়ান নং -১৩৮০, প্রেমিসেস নং ২৭৯, দক্ষিণ পাড়া রোড(ডি এইচ রোড), থানা -ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২৫, কলকাতা পৌর সংস্থা, কলকাতা- ৭০০০৬৩, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫৩, পৃষ্ঠা ১৭৭ থেকে ১৮৪, বিক্রয় দলিল নং ২৪৫৩-২০০০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী হরলাল রায়, পিতা প্রয়াত লক্ষ্মীকান্ত রায় এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : দক্ষিণ পাড়া রোড, দক্ষিণে : জীতেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পূর্বে : সুধাকর সেনগুপ্তর সম্পত্তি, পশ্চিমে : রমনি রঞ্জন সাধকের জমি।	৪৫,০৫,১২৮.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ পাঁচ হাজার একশ আঠাশ টাকা) ১৪.১১.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,২০,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50269429985 ঙ) নেই
৩	ক) মেসার্স আলি আজম মার্বেল খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ১ কাঠা ১৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ। মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, পরগনা-খাসপুর, জেএল নং ১২, আরএস নং ৪৩ তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১৩৫৭, সিএস দাগ নং ১৪৯৬, ১৪৯৭, থানা- ঠাকুরপুকুর,(পূর্বতন বেহালা), কলকাতা- ৭০০০৬৩,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ১৪৯৬ জমি, দক্ষিণে : হরিপদ বাচার এর জমি, পূর্বে : হরিপদ বাচার এর জমি, পশ্চিমে : করুণাময়ী দাসীর জমি এবং ভবন সমন্বিত।	১৩,৬৭,০২৯.০০ টাকা (তেরো লাখ সাতষট্টি হাজার উনত্রিশ টাকা) ১৬.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৯,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB7078680858 ঙ) নেই
৪	ক) মেসার্স অপর্ণা লেডিস টেলরস (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা: শ্রীমতি অপর্ণা সাহা), ঠিকানা - বাগপোতা, সোনামুখী লিংক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরসুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ এবং শ্রীমতি অপর্ণা সাহা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- সরসুনা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ২৯৪১, আরএস দাগ নং ২১৮৬ অংশ, বাগপোতা সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরসুনা, থানা-ঠাকুরপুকুর, এবং জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী শ্রীমতি অর্পণা সাহার নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি: উত্তরে : দাগ নং ২১৩২, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : মোহন চন্দ্র পোল্লায়, পশ্চিমে : মায়া ঘোষ সমন্বিত।	১১,৬১,১৫০.০০ টাকা (এগার লাখ একষট্টি হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) ১৫.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৩,২৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩২,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6262496302 ঙ) নেই
৫	ক) মেসার্স অধিকারী নার্সারি (স্বত্বা. শ্রী সুতানু অধিকারী) ঠিকানা - গ্রাম - কঙ্গনবেরিয়া, পূর্ব সন্ত্রা পাড়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী (জামিনদাতা) স্বামী সুতনু অধিকারী, গ্রাম - কঙ্গনবেরিয়া, পূর্ব সন্ত্রা পাড়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ৪ এবং ৫/৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-কঙ্গনবেড়িয়া, তৌজি নং ২ এবং ১৬ (আরএস ৯১) জেএল নং ৪১, পরগনা- মাগুরা, খতিয়ান নং ৪১৫ দাগ নং ৪৪০, কঙ্গনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং আই-০৪৯০৫ তারিখ ২৪.১০.২০০৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৯, পৃষ্ঠা ৪১০ থেকে ৪২৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী সুতনু অধিকারী পিতা অনন্ত নাথ অধিকারীর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি- উত্তরে**- সুশীল মান্না এবং সুনীল মান্নার সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- বিশ্বনাথ অধিকারীর সম্পত্তি, **পূর্বে**- বিশ্বনাথ অধিকারী এবং রবীন অধিকারীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে**- পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।	৪৭,৩৪,৪৫৫.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা) ০৫.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ২২.০২.২০২৩ থেকে চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২১,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,১০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50145912205 ঙ) নেই
৬	ক) মেসার্স রোশনি এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা. শ্রী জাহারুল হক ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা এবং নির্মাণ এরিয়া ২৫৯৮ বর্গফুট এবং অবস্থিত মৌজা- জোকা, জেএল নং ২১, আরএস নং ৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৭, এবং ১২৩, দাগ নং ১৭১ অংশ, থানা - ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর -বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, দক্ষিণে: দাগ নং ১৭১, পূর্বে : চলার পথ, পশ্চিমে : চলার পথ সমন্বিত।	২৭,৯৯,৯১৫.৭৭ টাকা (সাতাশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পনের টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) ৩১.০৭.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৭,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৭৮,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6237020093 ঙ) নেই
৭	ক) মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা. শ্রী জয়দীপ রায়) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি দোকান নং বি-২০ এবং বি-২৩ অবস্থিত ২য় তলে "পবিত্র মেগা মল'- "টলি টুইন" কমপ্লেক্সে প্রেমিসেস নং ৩২৬, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫ মহাত্মা গান্ধি রোড, কবরডাঙ্গা মোড়, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৪। চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : দোকান নং বি-১৯ এবং ২৪।	২৯,০৮,০০১.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ আট হাজার এক টাকা) ১৯.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ২০.০৫.২০২৩ থেকে চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৭,০২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6266509986 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ (২৯.১২.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি এলটিডি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৩.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ০৫.০১.২০২৪ তারিখে ৭৬,৬৪,৪৫৪.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ চৌষট্টি হাজার চারশ চুয়ান্ন টাকা) (বুক ব্যালেন্স + এমওআই + এমওএক্স = ৪৮,৫৯,৪৪৪.০০ টাকা + ২৭,৯৬,১৬০.০০ টাকা + ৮,৮৫০.০০ টাকা) ১০.১১.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ/চার্জ সহ **মেসার্স এইচ এম হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী শ্রী হাসানুজ্জামান শেখ,** পিতা সফিউর রহমান, গ্রাম উদয়চাঁদপুর, পো-জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৬ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ এম হার্ডওয়ার, স্বত্বা : শ্রী হাসানুজ্জামান শেখ পিতা সফিউর রহমান, গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৬। ২. ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : স্বত্বা : শ্রী হাসানুজ্জামান শেখ, পিতা সফিউর রহমান, গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৬। ৩. জামিনদাতা : সফিউর রহমান, পিতা প্রয়াত হাজি এহসান, গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৬। ৪. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী ইকবাল হোসেন, পিতা সফিউর রহমান, গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৬। খ) কে এন রোড শাখা	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, মহালান্দি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পব), পিন- ৭৪২১৩৬, খতিয়ান নং আরএস ২৮৬, এলআর -৩৬২৩, প্লট নং এলআর ৯৩৪, শ্রেণি-বাড়ি, এরিয়া-৫.৫০ ডেসিমেল উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-১৩০ তারিখ ২৯.০৯.২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বহরমপুর, **সম্পত্তি শ্রী হাসানুজ্জামান শেখ এর নামে, চৌহদ্দি** : উত্তরে : মাটির পথ, দক্ষিণে : ভুজু শেখের সম্পত্তি, পূর্বে : সফিউর রহমানের জমি, পশ্চিমে: গুদাম এবং সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত গ্রাম : উদয়চাঁদপুর, মহালান্দি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো-জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পব), পিন- ৭৪২১৩৬, খতিয়ান -আরএস ২৯৫৭, এলআর ৩৬২২, প্লট নং-এলআর ৯৪০, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া- ৪.৫০ ডেসিমেল, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-৫২০০ তারিখ ১৬.০৭.২০১৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বহরমপুর, **সম্পত্তি শ্রী ইকবাল হোসেনের নামে, চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : সফিউর রহমানের জমি, পূর্বে : মুরসাসলিম শেখ এর জমি, পশ্চিমে : রাখুহরি মন্ডলের সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তি ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত গ্রাম-উদয়চাঁদপুর, মহালান্দি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ,(পব), পিন- ৭৪২১৩৬, খতিয়ান নং আরএস ২৯৫৭, এলআর ৩৬২২, প্লট আরএস ৯৩৯, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া -৪.০০ ডেসিমেল, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-৭০৪৭ তারিখ ২১.১২.২০১১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বহরমপুর, **সম্পত্তি শ্রী ইকবাল হোসেনের নামে, চৌহদ্দি :** উত্তরে : মেন মেটাল রোড, দক্ষিণে : হাসনুরজামান শেখ এর সম্পত্তি,পূর্বে :মুরসাসলিম শেখ এর জমি, পশ্চিমে : ১৫ ফুট রোড এবং বসির শেখ এর সম্পত্তি সমন্বিত।	৭৬,৬৪,৪৫৪.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ চৌষট্টি হাজার চারশ চুয়ান্ন টাকা) টাকা (বুক ব্যালান্স + এমওআই + এমওএক্স = ৪৮,৫৯,৪৪৪.০০ টাকা + ২৭, ৯৬,১৬০.০০ টাকা + ৮,৮৫০.০০ টাকা) ১০.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি - ১** ক) ৩৭,০০,০০০.০০ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ টাকা) খ) ৩,৭০,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB300416607831 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত **সম্পত্তি - ২** ক) ৫,০০,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা) খ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB300416607832 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত **সম্পত্তি - ৩** ক) ২৩,৫০,০০০.০০ টাকা (তেইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ২,৪০,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB300416607833 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৫.০১.২০২৪ সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১২.১২.২০২৩
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল: cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত মত।

সুরক্ষিত সম্পদের তফসিল

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়াহাট** **খ) মেসার্স চন্দ্রিমা কন্সট্রাকশনাল কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী- শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি** **অফিস**- ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯। **গ) শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি** পিতা- প্রয়াত সুধাংশু সর্বাধিকারি ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। **অ্যাকা. নং : ০০৯২৩০০০১১৫৭৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200053**	উল্লেখিত সম্পত্তি "ম্যাগনাম শপিং-কাম-রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স"-এর প্রথম তলা এবং ২য় তলায় বাণিজ্যিক দোকান যার হোল্ডিং নং ১৪/১, কুলপি রোড, ভট্টাচার্য পাড়া, পোস্ট ও থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪ বারুইপুর পৌরসভার অধীনে অবস্থিত। মোট পরিমাপ ১০৬৮২ বর্গফুট। (১ম তল = ৩৮০০ + ২য় তল = ৬৮৮২)। **স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রী উৎপল সর্বাধিকারী। সম্পত্তির ম্যাপ অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৩৫৫০৮, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪৩৫৮৩ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৪.০৭.২০১১** **খ) ৯৮,৮৭,৪৫৭.০০ টাকা** বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ আরও সুদ এবং চার্জ। **গ) ০২.০৬.২০১২** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	**ক) ২৮৫.৫৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২৮.৫৬ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ১.০০ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
২.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ী** **গ) ১. সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ী** পিতা- প্রয়াত নরেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী **২. মঞ্জরী ভাদুড়ী,** স্বামী- সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ী **উভয়েরই ঠিকানা**- শ্রী ভবন, ৮৬ গণিমা রোড, মল্লিকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৫। এছাড়াও এখানে- রাধা কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৪, আর.এন.টি. রোড হরিণাভি, পোস্ট - রাজপুর, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৮। **অ্যাকা. নং- ০১৪৩৩০০৫০০১৭০ (টিএল)** **সম্পত্তি আইডি- PUNBU59413186001**	রাধা কুঞ্জ ব্লক-২ নামের একটি জি+২ তলা বিল্ডিং-এ ৩টি ফ্ল্যাট ও ৩টি গাড়ি পার্কিং স্পেসের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যেখানে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ইউনিট রয়েছে অর্থাৎ প্রথম তলায় পরিমাপ ১০১৫ বর্গফুট, দ্বিতীয় তলায় পরিমাপ ১০১৫ বর্গফুট , তৃতীয় তলায় পরিমাপ ১০১৫ বর্গফুট এবং প্রথমতলায় পার্কিং স্পেস পরিমাপ ৮০০ বর্গফুট যার অবস্থান ১৪ আরএনটি রোড হরিণাভি, পোস্ট- রাজপুর, থানা - সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০ ১৪৮, মৌজা - হরিণাভি, জেএল নং ৩৬ আরএস নং ১৫১, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ২১১, হোল্ডিং নং ১৪, আরএনটি রোড, কোলকাতা - ৭০০ ১৪৮। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত** - উত্তর - মিত্র পাড়া ২৬ ফুট চওড়া, পূর্ব - অন্যান্য জমি, পশ্চিম - দাগ নং ২৩৮, দক্ষিণ -জি+৪ তলা বিল্ডিং ব্লক -১। **সম্পত্তির মালিক- সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ী এবং মঞ্জরী ভাদুড়ী (ঋণগ্রহীতা)। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান- অক্ষাংশ- ২২.৪১৫৬৫৭, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪১৬৬৭ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৩.০৬.২০১৯** **খ) ৬৩,৮০,৯১০.০০ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ২৩.০৮.২০১৯** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ৬৮.২৭ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.৮৩ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৩.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স আর.এস.টি. প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি স্বত্বাধিকারী- রঞ্জনা চৌবে** **গ) রঞ্জনা চৌবে** ১৮৯, রায় বাহাদুর রোড, মেইল-২৪০, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩। **অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১২০৯৬** **সম্পত্তি আইডি : PUNBRST001**	নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা নাহাজারীর অধীনে প্রায় ৮.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের শালি জমি এবং কারখানার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১৪, আরএস নং ৯১, তৌজি নং ৩৫২, পরগনা - বালিয়া, আরএস খতিয়ান নং ২১৫০ আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪১৯৮, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা শ্রীমতী রঞ্জনা চৌবে এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১৬১৩০৬৪৬৩ এর মাধ্যমে এডিএসআর বিষ্ণুপুর, আলিপুর ৪ এর জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর দিকে - আরএস দাগ নং ১১৪৯, দক্ষিণে - আরএস দাগ নং ১১৯৮, পূর্ব দিকে - ২৫' কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে - আরএস দাগ নং ১১৪৮। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: রঞ্জনা চৌবে,** স্বামী- গোপাল চৌবে।	**ক) ১৬.০৭.২০২১** **খ) ৫৫,৫৫,২৭৬.৯০ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ০৩.০২.২০২২** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ২৩.৬৭ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৩৭ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৪.	**ক) মূল শাখা:** **বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **খ) গীতা মাইতি** **গ) মেসার্স গীতা মাইতি** গড়িয়া নবগ্রাম, ঝিল রোড, পোস্ট- পাঁচপোতা, থানা - সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫২ **এ/সি নং: ১০৬৯৬০১১০০০৫২৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNBGITAMITY**	'সারদা ভ্যালি' নামক জি + ৩ তলা ভবনের ৪র্থ তলায় একটি সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝের আবাসিক ফ্ল্যাট নং-৩সি, উত্তর-পশ্চিমমুখী, মোট সুপার-বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৭১০ বর্গফুট যার আছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, হোল্ডিং নম্বর ২৫৮, উত্তর ধলুয়া, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৯৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ২০ ফুট চওড়া পৌর সড়ক, দক্ষিণ- ২৫ ফুট চওড়া পৌর সড়ক, পূর্ব - আরএস দাগনং-৪ এর অংশ, পশ্চিম- আরএস দাগ নং-৪ এর অংশ দ্বারা। **সম্পত্তির ম্যাপ অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৭৭৫১৫, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪০৭২৪৩ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৫.০৭.২০২২** **খ) ২৭,৭১,৩৭৩.৮৬ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ **গ) ১৮.১০.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২২.৬৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২.২৭ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৫.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স শ্রী গুরু অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস** **গ) মেসার্স শ্রী গুরু অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস** পালপাড়া বলবন, বারুইপুর, কলকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৪৪। **অ্যাকাউন্ট নং : ০১৪৩২৫০০১১৩৫২** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU60353276001**	প্লট নং এলআর ১৫২৬২, ১৫২৬১, খতিয়ান নং ৩৩৬৬, ২৪৩৬, জেএল নং ৩১, আরএস ৭১, মৌজা- মদারাট জিপি অধীনে বারুইপুর, মদারাট বলবন, থানা- পোস্ট- বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০ ১৪৪ এর অধীনে জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী বনানী দে,** স্বামী- শ্রী গৌতম দে (জামিনদার)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর-শেফালী ব্যানার্জীর জমি এবং দাগ নং ১৫২৬১ জমির অবশিষ্টাংশ, দক্ষিণে - ক্যানিং রোড, পূর্বে - ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে - ১৬ ফুট চওড়া ব্রিকস সোলিং রোড। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৩৪৫৬৪৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪৪৯৮৩৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০২.০৫.২০১৯** **খ) ৮৪,৫৮,৯৫৭.০০ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ১৯.০৮.২০১৯** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ৪৭.৬০ লক্ষ টাকা** **খ) ৪.৭৬ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৬.	**ক) শাখা- যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০)** **খ) মেসার্স রুমা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী রুমা ব্যানার্জী ওরফে রুমা ব্যানার্জী পাঠক,** ৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৩১ **জামিনদার ও বন্ধকদাতা-** **শ্রী সুব্রত ব্যানার্জি** ৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৩১ **এ/সি নং: ১৫১৭৩০০০০৪৭২৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNBRUMAENTER**	কমবেশি ১১২০.০৯৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের দ্বিতীয় তল এর সকল, ৩ বেড রুম, ১ ড্রয়িং কাম ডাইনিং ১ রান্নাঘর ২ বাথ এবং প্রিভি এবং ২, বারান্দা সমন্বিত, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমির অবিভক্ত ৫০% শেয়ার সহ মৌজা-ঢাকুরিয়া, জেএল নং-১৮ ,খতিয়ান নং ৬৮৭-এর মধ্যে দাগ নং -৮১৯ এবং ৮২০, থানা- পূর্বে টালিগঞ্জ, এখন কসবা, কেএমসি প্রেমিসেস নং-৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড কলকাতা-৭০০০৩১ কেএমসি ওয়ার্ড নং- ৯১এর মধ্যে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা ডিড-০০৬৮৯ সাল- ২০১৭। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সুব্রত ব্যানার্জি। জমি সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ১৬ ফুট চওড়া শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড,দক্ষিণ , ৮ ফুট কমন রোড এবং শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পূর্ব-শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পশ্চিম- শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড। **সম্পত্তির ম্যাপ অবস্থান: অক্ষাংশ-২২.৫১২৪, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৭৬১ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৮.০৩.২০২৩** **খ) ২৭,৭১,২২০.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৮.০৭.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২৮.১৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৮২ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৭.	**ক) শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স নিযুষ পলিপ্যাক প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন প্রিয়াঙ্কা পলিমার প্রাইভেট লিমিটেড)** **গ) ১. শ্রী পীযূষ গোয়েল, পিতা-পুরন গোয়েল,** টাওয়ার-৫, ফ্ল্যাট-১১এ "ডায়মন্ড সিটি" দক্ষিণ, ৫৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০৪১ **২. শ্রীমতী নিশা গোয়েল** স্বামী-পীযূষ গোয়েল, টাওয়ার-৫, ফ্ল্যাট-১১এ "ডায়মন্ড সিটি" দক্ষিণ, ৫৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০৪১ **৩. শ্রী পুরন গোয়েল এবং শ্রীমতী সন্তোষ গোয়েল** পিতা-শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েল, ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪০বি, এম.জি. রোড, কেওড়াপুকুর বাজার, হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০৮২ **এ/সি নং: ০১৪৩২৫০০১২১৪৮ এবং ০১৪৩৩০০০৪৩৩৯৭** **সম্পত্তি আইডি: PUNBPRIYANKA001**	ইউনিট (ফ্ল্যাট) নং ৪এ (রিদ্ধি সিদ্ধি রেসিডেন্সি) এর সকল, ৫ম তলায় পরিমাপ প্রায় ১৩৪৯ বর্গফুট (মোজাইক ফ্লোরিং সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং এর প্রথম তলায় ১৬ নং খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস, প্রেমিসেস নং- ৪০ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০৮২, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১২২, ডিড অফ কনভেয়েন্স নং আই০৩৫৩২/১৮ তারিখ- ২৭.০৩.২০১৮, ডিএসআর-২, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪- পরগনায় নিবন্ধিত। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী পুরান গোয়েল এবং শ্রীমতি সন্তোষ গোয়েল। **সম্পত্তির ম্যাপ অবস্থান: অক্ষাংশ-২২.৪৬৮৪৪, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৩৭১১ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৮.০৪.২০২৩** **খ) ১,১৬,৪২,০১৭.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৫.০৭.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৪৩.৩৯ লক্ষ টাকা** **খ) ৪.৩৪ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৮.	**ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স গুড উইল এন্টারপ্রাইজ** **গ) মেসার্স গুডউইল এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র ২৩, সাধনা ঔষধালয় রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬ **রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র ই-৩ পঞ্চমতল, প্রমিত অ্যাপার্টমেন্ট, গোরক্ষ বাসি রোড কলকাতা - ৭০০০২৮ **অ্যাকাউন্ট নং ১৪৩২৫০০১১৯৫৪** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU64640555001**	মৌজা সিতগাছি, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, আরএস দাগ নং ৩৫১০ দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, প্রেমিসেস নং ৩৭৩, গৌরক্ষা বাসি রোড, থানা- দমদম, কলকাতা -৭০০ ০২৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনে ০৫ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপর ৫ম তলায় ফ্ল্যাট নং ই-৩-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক পরিমাপ ৭৫০ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক বাস্তু জমির শেয়ার। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর-কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ-পথ দ্বারা, পূর্ব-গোরক্ষা বাসি রোড দ্বারা, পশ্চিম-পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র। **সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৬২১১০৪ দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪১৮৮৬৭**	**ক) ১১.০৮.২০১৯** **খ) ৯৩,৭৯,৬০৭.৫০ টাকা** তদুপরি ০১.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ **গ) ০৩.১০.২০১৯** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	**ক) ১৮.২৩ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৮৩ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৯.	**ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স ঘোষ বিল্ডার্স** **অরুণ কুমার ঘোষ** **গ) অরুণ কুমার ঘোষ** গ্রাম - মোহনপুর, পোস্ট - দক্ষিণ, মোহনপুর, থানা- মগরাহাট, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, মগরা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৬১০। **অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১২১০২, ০১৪৩৩০০০৪৩৫৭৩** **সম্পত্তি আইডি : PUNBGHOSHBUILD**	দোতলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক ভবন সহ ৫.৮৯ ডেসিমেল = ৩.৫৬ কাঠা বা ২৩৮.১২ বর্গমিটার পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৩, ৯২, ২৪, ৭৭ এবং এলআর খতিয়ান নং ৪৫৩, আরএস ও এলআর দাগ নং ৪৮, থানা - মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯৯৮ সালের বিক্রয় দলিল নং ২০৪০ এর অধীনে, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ২০৪১, ২০০১ সালের বিক্রয় দলিল নং ৪১৯, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৪২১, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩৬৫৫, সবগুলিই অরুণ কুমার ঘোষের নামে এডিএসআর - মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যথাযথভাবে নিবন্ধিত।	**ক) ০৭.০৮.২০২১** **খ) ৭৫,৮৭,৪৫৮.০০ টাকা** তদুপরি সুদ **গ) ২৪.১২.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)**	**ক) ৫২.৭৭ লক্ষ টাকা** **খ) ৫.২৮ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১০.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়া** **খ) মেসার্স সোনু গার্মেন্টস** **গ) ১. শ্রী মহিন্দর খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১০, জহরলাল নেহেরু রোড, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৩। **২. রাজেন্দ্র সিং খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, হলি ফ্যামিলি, বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **৩. শ্রী মহিন্দর খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, পি.জি.এম. শাহ রোড, পোস্ট- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪৫। **অ্যাকা. নং: ০১৪৩২৫০০১১৩২৫ (সিসি)** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU59850230001**	প্রথম তলায় খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ জি+৩ তলা "হ্যাবিট্যাট এনক্লেভ" নামক বিল্ডিং এর ২য় তলায় জমি ও বিল্ডিং এ-১-এর ন্যায়সঙ্গত মৌজা- বারহাঁস ফরতাবাদ, প্লট নং ৩৮২/১৭২৭, ২৮১/১৮৬৫, ৩৮১/১৮৬৪, ৩৮০ এর অধীন, খতিয়ান নং ৪৮০, ১০৭০, জেএল নং ৪৭, এলাকা - ১৪৫৭ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ২৭৭০, নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা- ২৪ পগোনা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৮৪। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রী এস. সুবাইয়া এর ফ্ল্যাট নং ১বি, দক্ষিণ - শ্রী মানস ব্যানার্জির ফ্ল্যাট নং ১ই, পূর্ব- শ্রী দেবাশীষ এবং মাম্পির ফ্ল্যাট নং ১সি এবং ১ডি, পশ্চিম - অভ্যন্তরীণ সাধারণ পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাজেন্দ্র সিং খুরানা,** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা (জামিনদার)।	**ক) ০৫.০৭.২০১৯** **খ) ৮৩,৬১,৬০৫.০০ টাকা** তদুপরি ০১.০৭.২০১৯ থেকে কার্য্যকর আরও সুদ **গ) ১১.০৯.২০১৯** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে)**	**ক) ৬৯.০৫ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.৯০ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১১.	**ক) শাখা: বোন্দেল রোড, গড়িয়াহাট** **খ) মিঠুন সিকদার ও শ্রীমতী দীপশিখা সিকদার,** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি, ব্যারাকপুর বারাসত রোড, পোস্ট- নোনাচন্দনপুকুর, কলকাতা-৭০০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী মিঠুন সিকদার** পিতা- নির্মল চন্দ্র সিকদার, শান্তিনগর পলতা, পোস্ট-বেঙ্গল এনিমেল ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ **এ/সি নং : ২২৫১১০এনসি০০০০০০৩১** **প্রপার্টি আইডি: PUNBMITHUN001**	৪র্থ তলায় উত্তর পূর্ব পাশের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ডি এর সকল, যার এলাকার পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (সিঁড়ির আনুপাতিক শেয়ার এবং ২৫% সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) যার আছে ২ বেডরুম, ১ রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ ড্রয়িং, স্পেস, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ এবং মার্বেল মেঝে সহ, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খ তিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর বর্তমানে সোদপুর আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত, পরিচিত, সংখ্যাযুক্ত প্রেমিসেসে নং ৩০০/বিবিশিষ্ট, এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা-৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীনে, দলিল নম্বর ৫১১০/২০২১ এ.আর.এ-২ কলকাতায় নিবন্ধিত। মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি। **সম্পত্তির ম্যাপ অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৬৯২৯৫৮, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৯৩২১৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৯.০৬.২০২৩** **খ) ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ৩১.০৮.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৩৬.৮৮ লক্ষ টাকা** **খ) ৩.৬৯ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১২.	**ক) শাখা- বোন্দেল রোড, গড়িয়াহাট** **খ) মিঠুন সিকদার ও শ্রীমতী দীপশিখা সিকদার,** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি, ব্যারাকপুর বারাসত রোড, পোস্ট- নোনাচন্দনপুকুর, কলকাতা-৭০০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী মিঠুন সিকদার** পিতা- নির্মল চন্দ্র সিকদার, শান্তিনগর পলতা, পোস্ট-বেঙ্গল এনিমেল ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ **এ/সি নং : ২২৫১১০এনসি০০০০০০৩১** **প্রপার্টি আইডি: PUNBMITHUN002**	৪র্থ তলায় উত্তর পূর্ব পাশের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি এর সকল, যার এলাকার পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (সিঁড়ির আনুপাতিক শেয়ার এবং ২৫% সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) যার আছে ২ বেডরুম, ১ রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ ড্রয়িং, স্পেস, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ এবং মার্বেল মেঝে সহ, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর বর্তমানে সোদপুর আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত, পরিচিত, সংখ্যাযুক্ত প্রেমিসেসে নং ৩০০/বিবিশিষ্ট, এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা-৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীনে, দলিল নম্বর ৫১১১/২০২১ এ.আর.এ-২ কলকাতায় নিবন্ধিত। শ্রী মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি। **সম্পত্তির ম্যাপ অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৬৯২৯৫৮, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৯৩২১৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৯.০৬.২০২৩** **খ) ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ৩১.০৮.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৩৬.৮৮ লক্ষ টাকা** **খ) ৩.৬৯ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১৩.	**ক) মূল শাখা: বি জি পাটুলি (১০০৩২০)** **খ) অনিন্দিতা হাজরা** ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। **গ) সুমিত লাল মুখার্জি** ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। **এ/সি নং : ১০০৩৩০০০১২৫৪৬** **সম্পত্তি আইডি : PUNBANINDITAH**	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট, জি-আই, একতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোনে পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথা ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারযোগ্য সমুদয় সুবিধা ও অন্যান্য যাবতীয় ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত তিন তলা ভবনের প্রেমিসেস নং ১২৪ নিউ রাইপুর, থানা- যাদবপুর বর্তমানে পাটুলি কলকাতা ৭০০০৮৪ ঠিকানায় ৩ কাঠা ২০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা- বৈষ্ণবঘাটা, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ২৫৬, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৮১, সিএস দাগ নং ৭৮২, আরএস দাগ নং ৭৮২/১৪৫৭ কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ১০১ অধীন **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৫, নিউ রাইপুর রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ১৫বি , নিউ রাইপুর রোড, পূর্বে- ১৫ ফুট চওড়া নিউ রাইপুর রোড, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৭ , নিউ রাইপুর রোড সমন্বিত। **জমির মালিক(গণ) : সুমিত লাল মুখার্জি এবং অনিন্দিতা হাজরা। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান- অক্ষাংশ- ২২.৪৭৩৯৬, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৮০২২ (গুগল মানচিত্র)**	**ক) ১৬.০৯.২০২২** **খ) ১৭,৫৫,১৪৫.১২ টাকা** + আরও সুদ ০১.০৯.২০২২ থেকে কার্য্যকর **গ) ২২.০২.২০২৩** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ২৩.৭৩ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৩৮ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১৪.	**ক) মূল শাখা- বাঘাযতীন স্টেশন (২১৮১২০)** **খ) মেসার্স রয়'স এম্পোরিয়াম স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী টুম্পা রায়** **গ) শ্রীমতী টুম্পা রায় (স্বত্বাধিকারী)** ৩৬/২, লোটাস পার্ক, পোস্ট - নাকতলা, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৪। **অ্যাকা. নং- ২১৮১২৫০০০০০১৯ এবং ২১৮১৩০০০০০৯৪৯** **সম্পত্তি আইডি- PUNBROYEMPORIUM**	৬২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের প্রথমতলায় (উত্তর পাশে) ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং কাম কিচেন, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা (১/সি ম্যাজা ফ্লোর) সমন্বিত স্ব-আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সেইসঙ্গে ০১ কাঠা ১১ ছটাক ২৩ বর্গফুট পরিমাপের দানকৃত জমিতে এবং ৩ তলা ভবনের অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ। স্কিম নং ২, প্লট নং ১৯, রায়পুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৩৩, খতিয়ান নং ৪৬০, দাগ নং ৫২৭, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯৯, বরো ১০, প্রেমিসেস নং ২২৯/এ/১, রায়পুর রোড (মেইলিং ঠিকানা- ৩৬/২, লোটাস পার্ক), থানা-যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭, যা **যথাযথভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর - ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণ - প্রেমিসেস নং ৩৬/৩, লোটাস পার্ক, পূর্ব - প্রেমিসেস নং ৩৬/২, পশ্চিম - ৪ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **জয়ন্ত রায়ের মালিকানাধীন সম্পত্তি। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান- অক্ষাংশ- ২২.৪৮২১২, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৬৭৩১ (গুগল মানচিত্র)**	**ক) ০১.০২.২০২২** **খ) ১৫,২০,৮৫৮.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১০.০৬.২০২২** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ১১.৬০ লক্ষ টাকা** **খ) ১.১৬ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১৫.	**ক) শাখা: সন্তোষপুর (০১৪৬২০)** **খ) মন্টু ভদ্র ও কাকলী মল্লিক** **গ) শ্রীমতী কাকলী মল্লিক** স্বামী- প্রয়াত শ্রী মন্টু ভদ্র পিতা-প্রিয়রঞ্জন ভদ্র ,আটঘরা সুকান্ত পার্ক আর, এম ঝুম মঠ পোস্ট- ধলুয়া, সোনারপুর সোনারপুর, এসও, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫০ **এ/সি নং: ০১৪৬২৫০০০৮৮৩৯ এবং ০১৪৬৩০০০৩১৭১৮** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMANTUBHADRA**	শ্রী মন্টু ভদ্রের নামে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ৮৩৫ বর্গফুট তৃতীয় তলায় সুপার বিল্ড আপ এলাকা, জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং প্রেমিসেস নং ২৬৬৯, নয়াবাদ, কলকাতা ৭০০০৯৯, থানা- পূর্বে কসবা এখন- পূর্ব যাদবপুর জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৮২, আরএস দাগ নং ১৭১ কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯, এর সীমার মধ্যে। জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং আই ৩২৩৬/১৭, তারিখ ০৬.১১.২০১৭। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- দাগ নং ১৭০ এর অধীনে সম্পত্তি, দক্ষিণে- দাগ নং ১৭১ এর অধীনে সম্পত্তি, পূর্বে - দাগ নং ১৭২ এবং ১৭৪ এর অধীনে সম্পত্তি, পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা। **সম্পত্তির ম্যাপ অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৮৬৬২০, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪১৬২৬৯ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৩.০১.২০২০** **খ) ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ২৯.১০.২০২০** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ২০.৩৬ লক্ষ টাকা** **খ) ২.০৪ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১৬.	**ক) মূল শাখা- এম.এল. গুপ্তা রোড (১৬৬২২০)** **খ) শ্রী অমিত আগরওয়াল ও সরোজা আগরওয়াল,** ফ্ল্যাট নং জি, ২য় তলা, ৪/২এ, মতিলাল গুপ্ত রোড, পোস্ট - বড়িশা, থানা - হরিদেবপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮, পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও এখানে**- ১০/এ, কে. কে. রায়চৌধুরী রোড, কেএমসি, ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০, পশ্চিমবঙ্গ। **অ্যাকা. নং- ১৬৬২৩০০০০২৭৫২** **সম্পত্তি আইডি- PUNBU60503698001**	একটি দুই (জি+১) তলা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় (দক্ষিণ পূর্বমুখী) ফ্ল্যাট নম্বর ৪/২এ, মতিলাল গুপ্ত রোড, মৌজা - পূর্ব বড়িশা, জেএলনং ২৩, আরএস নং ৪৩-এ অবস্থিত, তৌজি নং ২৩০, আরএস খতিয়ান নং ১৭৯২, আরএস দাগ নং ৫০৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন, ওয়ার্ড নং ১২৩, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা- ৭০০ ০০৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত** - উত্তর - খালি জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি, দক্ষিণ-অন্যদের সম্পত্তি, পূর্ব-২ তলা ভবন এবং জমি, পশ্চিম - সাধারণ পথ এবং সরকার এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি। **শ্রী অমিত আগরওয়াল,** পিতা- শ্রী উমেশ আগরওয়াল **এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।**	**ক) ০৭.০২.২০২২** **খ) ১৬,৪৪,৪৭৫.০০ টাকা** সহ ৩১.০১.২০২০ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ **গ) ২৮.১০.২০২০** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ১৫.১৫ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৫২ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১৭.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স এস.এন. এন্টারপ্রাইজ, সোমা দে (স্বত্বাধিকারী)** **গ) সোমা দে (ঋণগ্রহীতা)** ১২/১, অরবিন্দ নগর, নাকতলা রোড কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ আনন্দ শংকর সর্বজন (জামিনদার) পিতা-প্রয়াত সৌরেন্দ্র কুমার সর্বজন ১০৮, কানুনগো পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৮৪। **অ্যাকা. নং- ০১৪৩২৫০০১২১২০ (সিসি), ০১৪৩৩০০০৪২৮৯৩ (টিএল) এবং ০১৪৩৩০০০৪২৯০৯ (টিএল)** **সম্পত্তি আইডি- PUNBU62663107001**	একটি জি+২ তলা বিল্ডিং এর প্রথমতলায় জমি এবং বিল্ডিং এবং বাণিজ্যিক জায়গার ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী যা কামডোহরি মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৪৯, সিএস প্লট নং ১০৮(পি), ই.পি. নং ৮৫, এসপি নং ৫৪, প্রেমিসেস নং ১৯৯, বিধান পল্লী (ডাক ঠিকানা , 'নারায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট' ৮৫, বিধান পল্লী, থানা- রিজেন্ট পার্ক, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪) ওয়ার্ড নং ১১২ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর - কেএমসি রোড দ্বারা, দক্ষিণ - শ্রীমতী দে এর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব - ৮৬, বিধান পল্লী, পশ্চিম - ৮৪, বিধান পল্লী। **সম্পত্তির মালিক- শ্রী আনন্দ শংকর সর্বজন,** পিতা-প্রয়াত সৌরেন্দ্র কুমার সর্বজন **(জামিনদার)। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান- অক্ষাংশ- ২২.৪৬৯০২, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৭২০৬ (গুগল মানচিত্র)**	**ক) ০৫.০৭.২০১৯** **খ) ৯৩,৮৭,৩৯৪.০০ টাকা** সহ ০১.০৭.২০১৯ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ **গ) ১২.০৯.২০১৯** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ৪৪.২০ লক্ষ টাকা** **খ) ৪.৪২ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১৮.	**ক) শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স অঞ্জলি এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি রাজেশ্বরী হালদার** ৩৭০, রামকৃষ্ণ পল্লী, পোস্ট -সোনারপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫০। **গ) শ্রী শ্যামল হালদার** ৩৭০, রামকৃষ্ণ পল্লী, পোস্ট -সোনারপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫০। **অ্যাকা. নং- ০১৪৩২৫০০১১৬৫৩, ০১৪৩৩০০০৩৮৯১৫, ০১৪৩৩০০০৪৩৩৪২ এবং০১৪৩৩০০০৪৩৩৫১** **সম্পত্তি আইডি- PUNBANJALIENTER**	'সুনির্মান অ্যাপার্টমেন্ট' এর মধ্যে ফ্ল্যাট নং সি-১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৪র্থ তলায়, সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ১১৭৮ বর্গফুট। **শ্রী শ্যামল হালদার ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী হালদার এর নামে।** নিশ্চিন্তপুর মৌজায় অবস্থিত, থানা-সোনারপুর, পরগনা - মেদনমোল্লা, জেএল নং ৫৩, খতিয়ান নং- ৩৭, ৫৩ এবং ১১১ এর অধীনে।; দাগ নং ৮৭, ৯০ এবং ১১৩ এ গঠিত; বর্তমানে রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৮ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এবং হোল্ডিং নং ১০৫৩, নিশ্চিন্তপুর রোড এবং ৮ নং ওয়ার্ড, কলকাতা - ৭০০ ১৫০ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে দলিল নং ০৯২৯৬ সাল- ২০১৪, ডিএসআর-৪ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত। **শ্যামল হালদার ও রাজেশ্বরী হালদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি।**	**ক) ২১.০১.২০২১** **খ) ৩২,০৯,৮৮৪.০০ টাকা** সহ ৩১.০১.২০২০ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৪.০৭.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৩৫.৭০ লক্ষ টাকা** **খ) ৩.৫৭ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১৯.	**ক) শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) শ্রী বিপ্লব পানুইয়া** শিতলা পশ্চিম, পোস্ট ও থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫০। **অ্যাকা. নং: ০১৪৩৩০০০৪০৯৩৮** **সম্পত্তি আইডি: PUNBBIPLABPAN**	"সৃষ্টি হাইট" নামক বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে ৮৭৮ বর্গফুট পরিমাপের ৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা - মানিকপুরে অবস্থিত, জেএল - ৭৭, আরএস-২২৬, তৌজি-৪১২, পরগনা - মাগুরা, আরএস ও এলআর দাগ নং ৫৪, আরএস খতিয়ান ৪৪৯ এবং ৫৭৩ সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান ২২৩৮, ২২৩৯ এবং ২২৪০, রাজপুর- সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ , হোল্ডিং নং ২৮২, সুভাষ ব্লক, থানা - সোনারপুর, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা -৭০০ ১৪৮, ২০১৮ সালের ডিড অফ কনভেয়েন্স আই-১৬০৮-০২৭৬২, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৬০৮-২০১৮, পৃষ্ঠা ৬২৪১৮ থেকে ৬২৪৫৩ তে নিবন্ধিত **শ্রী বিপ্লব পানুইয়া এর নামে। জমির প্রেমিসেসটি যথাযথভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - দ্বিজেন্দ্র লাল হালদার, দক্ষিণ - অন্যের জমি, পূর্ব - হরিণাভী মৌজা, পশ্চিম - ১২ ফুট প্রশস্ত রোড দ্বারা। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪১৫১১৬, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪১৫০৬৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০১.১১.২০১৯** **খ) ২৫,৮৯,৬৩৮.০০ টাকা সহ** অতিরিক্ত সুদ **গ) ০৪.০১.২০২০** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২৪.৩৫ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৪৪ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
২০.	**ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স সুমিত্রা টেক্সটাইল** **গ) মেসার্স সুমিত্রা টেক্সটাইল স্বত্বাধিকারী- শ্রী সন্দীপ গিরি** ১৪/সি, রায়পুর রোড, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৯২ **জামিনদার: ড. সুমিত্রা গিরি** স্বামী- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি ১৪/সি, রায়পুর রোড, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৯২ **অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩২৫০০১১২৫৫ ০১৪৩৩০০০৪২৯৩৬, ০১৪৩৩০০০৪২৯৪৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSUMITRATEX**	সমগ্র ২য় তলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৮৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, দুটি বেডরুম একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দার সমন্বয়ে। সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও আগ্রহ, মৌজা রায়পুর, দাগ নং ৮৩ , খতিয়ান নং ৩১০, জএল নং ৩৩. থানা- যাদবপুর, জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণ, এসআরও আলিপুর, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯৮। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, প্রেমিসেস নং ১৪, রায়পুর রোড, কোলকাতা ৭০০০৯২। ২০১৩ সালের দলিল নং ৩৫৪২। **সম্পত্তিটি ডাঃ সুমিত্রা গিরির নামে, স্বামী- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - মণিমোহন মিস্ত্রীর বাড়ি, দক্ষিণ - পুকুর, পূর্ব- ১৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম - শ্রী রাধেশ্যাম পালের বাড়ি এবং প্লট দ্বারা। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৮৪৭০৫, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৬৪৯৬**	**ক) ০৭.০৯.২০২১** **খ) ৬৭,৯২,০৫৩.৪১ টাকা + অতিরিক্ত সুদ** **গ) ০৬.১২.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২৪.৭৭ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৪৮ লক্ষ টাকা (০২.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	০৩.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
২১.	**ক) মূল শাখা- নাকতলা (১৪০৭২০)** **খ) মলয় হালদার** **গ) মলয় হালদার** অরবিন্দ পল্লী, ক্যানিং টাউন পোস্ট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ পরগনা (উঃ), পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৩২৯। **অ্যাকা. নং- ১৪০৭৩০০৫০০১৮২** **সম্পত্তি আইডি- PUNBMOLOYHAL**	(জি +৫) তলা বিশিষ্ট 'কল্যাণী ভবন', চতুর্থ তল, ৭৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট নং ৬ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বিল্ডিং প্রিমিসেস নং ৫৫০, বোড়াল মেইন রোড, থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪, মৌজা - কামডহরি, দাগ নং ৮৬১, সিএস খতিয়ান নং ২৯৪, ৩৫৯ এবং ৪২৯, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ১৪, ওয়ার্ড ১১১, দলিল নং আই-১৬০৫; ০২৩২৮-২০২২ সাল- ২০২২, এডিএসআর আলিপুর দক্ষিণে নিবন্ধিত। মলয় হালদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি, পিতা- ধীরেন্দ্র নাথ হালদার। **উল্লিখিত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- বোড়াল মেইন রোড, পূর্বে- বিশ্বনাথ দাসের জমি, পশ্চিমে- কামডহরি রোড, দক্ষিণে - মলয় চ্যাটার্জির সম্পত্তি।	**ক) ২২.১২.২০২২** **খ) ২৪,৫৯,৩৫৭.০০ টাকা সহ** অতিরিক্ত সুদ **গ) ১০.০৩.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২৪.৬৫ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৪৭ লক্ষ টাকা (১৭.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৮.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
২২.	**ক) মূল শাখা- ইএম বাই পাস (১৫৪৪২০)** **খ) শ্রী রাকেশ মন্ডল** পিতা- বাসুদেব মন্ডল ৪৬৭, মধ্য বালিয়া, ওয়ার্ড নং ১ মঞ্জুরী এপার্ট, ফ্ল্যাট নং -আই, গড়িয়া সোনারপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। **গ) শ্রীমতী কবিতা মন্ডল (জামিনদার)** **অ্যাকা. নং - ১৫৪৪৩০০০০২৯৬৭** **সম্পত্তি আইডি- PUNBRAKESHMON**	তথায় ১৬১৭ বর্গফুট পরিমাপের একতলা বাড়ি সহ ১৮ শতক ১১ কাঠা ৭ ছটাক ৪১.৩৪ বর্গফুটের সমান বাস্তু জমি এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা বারুইপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএলনং ৩১, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ১৫৫২০ এবং ১৫৫২১ বারুইপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ১৫৬, মদারহাট কালীতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী রাকেশ মন্ডলের নামে সম্পত্তিটি আছে,** পিতা- বাসুদেব মন্ডল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- পিডব্লিউডি রোড, দক্ষিণে- বলাই কুমার মণ্ডলের জমি, পূর্বে- তপন কুমার নন্দীর জমি, পশ্চিমে- নিমাই দাসের জমি এবং কমন প্যাসেজ।	**ক) ০৯.০৭.২০২১** **খ) ২৩,৯৬,০৫৫.০০ টাকা সহ** অতিরিক্ত সুদ **গ) ০৫.০৩.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ৬৬.৪৮ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.৬৫ লক্ষ টাকা (১৭.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৮.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
২৩.	**ক) মূল শাখা- বোস পুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **খ) মেসার্স সুপ্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং স্বত্বাধিকারী- সুনেন্দু পাল** গ) সুনেন্দু পাল, পিতা- প্রবীর কুমার পল ২৯৩, বি.বি. চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৪২। **অ্যাকা. নং- ০০৭৪২৫০৩০৭৯৫৬ এবং ০০৭৪৩০০০২২৮৯৯** **সম্পত্তি আইডি- PUNBSUPREMEENG**	প্রথম তলায় ৩৩৭ বর্গফুট ও দ্বিতীয় তলায় প্রায় ৪৩৮ বর্গফুট পরিমাপের একটি দোতলা বিল্ডিং সহ ০১ কাঠা ৬ ছটাক ১৬ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্রেমিসেস নং ২৯৩, বি বি চ্যাটার্জি রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯১, জেএল নং ৭, মৌজা - গদসা, খতিয়ান নং ২৯১, দাগ নং ৪৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, থানা - কসবা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির সীমানা-** উত্তরে- ৬ ফুট পথ এবং বৃন্দাবন পাল এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ভৈরব চন্দ্র পালের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- কসবা পোস্ট অফিস দ্বারা, পশ্চিমে- পাঁচতলা ভবন (লাল কুঠি)। **সম্পত্তির মালিক- শ্রী সুনেন্দু পাল,** পিতা- প্রবীর কুমার পাল।	**ক) ৩০.০৪.২০২১** **খ) ২৩,৫০,৩০০.০০ টাকা সহ** অতিরিক্ত সুদ **গ) ২১.০৮.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ৫১.৩২ লক্ষ টাকা** **খ) ৫.১৪ লক্ষ টাকা (১৭.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৮.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
২৪.	**ক) মূল শাখা- ঠাকুরপুকুর (০১১৫২০)** **খ) অমিতাভ কুমার ঝা** **গ) অমিতাভ কুমার ঝা** পশ্চিম বড়িশা গভঃ হাউজিং, ব্লক- এস/এফ, ফ্ল্যাট নং ১৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৬৩। **অ্যাকা. নং- ০১১৫৩০০০২৩৯০৪** **সম্পত্তি আইডি- PUNBAMITAVKJHA**	সামান্য কমবেশি বা প্রায় ২ (দুই) কাঠা পরিমাপের শালি জমির প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সেইসঙ্গে সমস্ত সাধারণ এলাকা, প্যাসেজ, পথের সহ বিনামূল্যে প্রবেশ এবং বের হওয়ার অধিকার এবং যে কোনও স্থাপনার জন্য এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত সাধারণ জায়গার স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ। বিদ্যুৎ সংযোগ, জল সংযোগ, টেলিফোন সংযোগ নর্দমা সংযোগ গ্যাস সংযোগ এবং অন্যান্য কাজ সহ উল্লিখিত সম্পত্তির সমস্ত সীমানা চিহ্নিতকরণ যা মৌজা পূর্ব বড়িষার সুকান্ত সরণিতে অবস্থিত, দাগ নং ১৫৬৯-এ গঠিত, আরএস খতিয়ান নং ১৪০৩, জেএলনং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ২৩৬, অধীন, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১২৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিশেষভাবে এবং স্পষ্টভাবে সংযুক্ত প্ল্যান/ম্যাপে রেড বর্ডার লাইনে দেখানো হয়েছে যা এই চুক্তির অবিভাজ্য অংশ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত** - উত্তরে- ১২-০০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, দক্ষিণে- বিক্রেতার জমি, পূর্বে- গণেশ প্রসাদ ভার্মার জমি, পশ্চিমে- বিক্রেতার জমি। **সম্পত্তির মালিক অমিতাভ কুমার ঝা।**	**ক) ০৯.০৭.২০২১** **খ) ১১,৮৬,৮১৬.০০ টাকা সহ** অতিরিক্ত সুদ **গ) ২৮.০৯.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৩১.৯৫ লক্ষ টাকা** **খ) ৩.২০ লক্ষ টাকা (১৭.০১.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	১৮.০১.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে **০৩.০১.২০২৪ তারিখ (ক্র.নং ০১ থেকে ২০) এবং ১৮.০১.২০২৪ (ক্র. নং ২১ থেকে ২৪) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in**, **www.mstcecommerce.com**, **https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**

তারিখ : ১২.১২.২০২৩ — চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আইপিএল দিয়ে ক্রিকেটে ফিরবেন পন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ আইপিএল দিয়ে ক্রিকেটে ফিরবেন ঋষভ পন্ত। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল দিল্লি ক্যাপিটালস আশা করছে আগামী ফেব্রুয়ারির আগেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আইপিএলের নতুন মৌসুমে দিল্লির অধিনায়কত্ব করবেন পন্ত। গত বছর ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে এক বছরের বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। খেলতে পারেননি ২০২৩ আইপিএল।

তবে পন্ত তাঁর চিরাচরিত উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান নাকি বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে ফিরবেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দিল্লি তাঁকে অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান হিসেবে পেলেই খুশি বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। সংবাদমাধ্যম 'ক্রিকবাজ'কে দিল্লি ক্যাপিটালসের এক অফিশিয়াল বলেছেন, 'সে কিপিং না করলে অবশ্যই মাঠে থাকবে এবং অধিনায়কত্ব করবে।'

পন্তের আইপিএল দিয়ে ক্রিকেটে ফেরার সম্ভাবনা প্রথম টের পাওয়া গিয়েছিল গত নভেম্বরে। তখন কলকাতায় দিল্লির অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন ২৬ বছর বয়সী এই তারকা। সেখানে দিল্লির ক্রিকেট পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলী, প্রধান কোচ রিকি পন্টিং এবং সহকারী কোচ প্রবীন আমরেও ছিলেন। আগামী মৌসুম সামনে রেখে দিল্লি কোন খেলোয়াড় ধরে রাখবে, কোন খেলোয়াড় ছেড়ে দেবে, এসব নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন পন্ত।

গাড়ি দুর্ঘটনায় ডান হাঁটুর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার পর ২০২৩ আইপিএল থেকে ছিটকে পড়েন পন্ত। অস্ত্রোপচারের পর বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান। গত কয়েক মাসে নিজের সেরে ওঠার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে পন্ত বুঝিয়েছেন তিনি সঠিক পথেই আছেন।

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, তিনি ব্যাটিং করাও শুরু করেছেন। তবে উইকেটকিপিং করবেন কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে হয়ে সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন পন্ত। সেটি ছিল মিরপুর টেস্ট।

টেস্ট অধিনায়ককে খেলানোর জন্য মরিয়া ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মাটিতে টেস্ট খেলতে আসবে ইংল্যান্ড। অনেকের মতে ইংল্যান্ডের বাজবল ক্রিকেটের আসল পরীক্ষা হবে ভারতেই। সেই টেস্টে বেন স্টোকসকে খেলানোর জন্য মরিয়া ইংল্যান্ড। বোর্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি চাইছেন স্টোকসকে শুধু ব্যাটার হিসাবে হলেও খেলাতে। চিন্তা তাঁর হাঁটুর চোট নিয়ে।

২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট। সেই সিরিজেই স্টোকসকে শুধু ব্যাটার হিসাবে খেলাতে চাইছে ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপেও স্টোকস শুধু ব্যাটার হিসাবেই খেলেছিলেন। তাঁর হাঁটুতে চোট রয়েছে বলে বল করতে পারছেন না। ইংল্যান্ড যে দল ঘোষণা করেছে, সেই দলের

অধিনায়ক স্টোকস। তাঁর হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়েছে। এখন যা অবস্থা তাতে আগামী কয়েক মাস বল করা সম্ভব নয়। স্টোকস জানিয়েছেন যে, আগের থেকে ভাল আছেন তিনি, সুস্থ হচ্ছেন। তবে আইপিএল খেলবেন না।

দলের ম্যানেজার রব বলেন, স্টোকসের সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। আমরা জানি ও সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে এখনই বল করতে পারবে না। ভারতে আমরা স্টোকসকে বল করাব না। আমরা চাই স্টোকস সুস্থ হয়ে উঠুক। সেই কারণেই এখন ওকে বল করানো হচ্ছে না। পুরোপুরি সুস্থ হলে আবার বল করবে ও দ

এই বছর অ্যাশেজে ২৯ ওভার বল করেছিলেন স্টোকস। নিয়েছিলেন তিনটি উইকেট। ভারতে এসে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে স্টোকস।

ক্লাব সভাপতির ঘুষিতে রেফারি আহত, স্থগিত তুরস্কের সুপার লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল মাঠে মারামারির ঘটনা নতুন কিছু নয়, তবে কাল রাতে তুরস্কের সুপার লিগে তা নতুন মাত্রা পেল। মাঠে ঢুকে রেফারিকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন আঙ্কারাগুজু ক্লাবের সভাপতি। আঙ্কারায় আঙ্কারাগুজু ও রিজেসপোরের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হওয়ার পর ঘটে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। এরপরই তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে তুরস্কের শীর্ষ ফুটবল লিগকে।

আঙ্কারাগুজু ক্লাবের প্রধান ফারুক কোজা রেফারি হালিল উমুত মেলেরের মুখে ঘুষি মারেন। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে পড়ে যান রেফারি। পরে কালশিটে পড়া ফোলা বাঁ চোখ নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায় রেফারিকে। ৩৭ বছর বয়সী রেফারিকে পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফিফা ও উয়েফার তালিকাভুক্ত তুরস্কের অন্যতম নামী এই রেফারি মারধরের শিকার হওয়ার পর তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন (টিএফএফ) লিগ স্থগিতের খবর জানিয়ে বিবৃতি দেয়। এই ঘটনাকে তুরস্কের ফুটবলের ওপর আঘাত হিসেবেই দেখছে টিএফএফ, 'শুধু হালিল উমুত মেলেরের ওপরই নয়, এই অমানবিক ও ঘৃণিত আঘাত তুরস্কের ফুটবল,সংশ্লিষ্ট সবার ওপরই হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবেই অমানবিক এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ক্লাব, ক্লাবটির সভাপতি, কোচ ও আরও যাঁরা হালিল উমুত মেলেরের ওপর হামলা করেছেন, তাঁদের সবাইকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে।' ম্যাচের যোগ করা সময়ে রিজেসপোর সমতা ফেরানোর পরপরই কোজা মাঠে ঢুকে রেফারির ওপর চড়াও হন। রেফারি ঘুষি খেয়ে পড়ে যাওয়ার পরও আবার আঘাত করা হয় তাঁকে।

ন্যক্কারজনক এ ঘটনায় তুরস্কের ফুটবল-পাগল প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানও নিন্দা জানিয়েছেন। এক্সে এক বার্তায় এরদোয়ান লিখেছেন 'খেলাধুলা হলো শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। সহিংসতার সঙ্গে খেলাধুলা যায় না। তুরস্কের ক্রীড়াঙ্গনে আমরা সহিংসতা বরদাশত করতে পারি না।'

শেষ মুহূর্তের গোলে জিতে সেমিফাইনালে ভারত, যুব বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে সামনে জার্মানি

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুব হকি বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ভারত। শেষ চারে তারা খেলবে জার্মানির বিরুদ্ধে। শেষ মুহূর্তে গোল করে জিতল ভারত। ৬ ফুট ৩ ইঞ্চির তরুণ অরিজিত সিংহ হুন্দল মঙ্গলবার গোল না করলে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠাই হত না।

গত বারও সেমিফাইনালে জার্মানি এবং ভারত মুখোমুখি হয়েছিল। সে বার ৪-২ গোলে জিতেছিল জার্মানি। কোয়ার্টার ফাইনালে শুরুটা ভাল হয়নি ভারতের যুব হকি দলের। ক্লান্ত লাগছিল তাঁদের। রক্ষণাত্মক

মানসিকতা নিয়ে খেলছিলেন তাঁরা। আক্রমণে কোনও ঝাঁঝ ছিল না। নেদারল্যান্ডস অনেকটাই এগিয়ে ছিল ভারতের থেকে। দ্বিতীয়ার্ধে দলকে বেশি করে আক্রমণে উঠতে বলেন কোচ সিআর কুমার। হুন্দলই দলের চেহারা বদলে দেন। দলকে চাঙ্গা করে দেন তিনি। হুন্দলের বল ছাড়া দৌড়, শক্তিশালী শট আবার ভারতকে ম্যাচে ফেরায়। পেনাল্টি স্পট থেকে একটি গোলও করেন তিনি।

শুধু হুন্দল নন, আরও অনেকেই দলের জয়ে অবদান রাখেন। প্রথম ৩০ মিনিটে গোলরক্ষক মোহিত শশীকুমার দু'টি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন। নেদারল্যান্ডসের আক্রমণ ভোঁতা করার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন রোহিত। নেদারল্যান্ডসের স্ট্রাইকারদের আটকে দিচ্ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে বিষ্ণুকান্ত সিংহ এবং উত্তম সিংহের। তাঁরাই জয়ের গোলটি করেন। খেলা শেষের ৩ মিনিট আগে পর্যন্ত দুই দল ৩-৩ গোলে ড্র ছিল। সেই সময় গোল করে ম্যাচ জিতল ভারত।

এশিয়া সেরা হতে মরিয়া ভারত

৫০ জন ফুটবলারকে নিয়ে সুনীলদের দল গড়লেন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে এএফসি এশিয়ান কাপ। হাতে সময় খুব কম। সেই প্রতিযোগিতায় ভাল করতে মরিয়া ভারত। মঙ্গলবার ৫০ জন ফুটবলারকে নিয়ে প্রাথমিক দল ঘোষণা করে দিলেন ভারতের কোচ ইগর স্তিমাচ। এই ৫০ জনকে দেখে নিয়ে সেখান থেকে চূড়ান্ত দল গড়বেন তিনি।

ভারতীয় দলে রাখা হয়েছে ৫ জন গোলরক্ষক, ১৫ জন ডিফেন্ডার, ১৫ জন মিডফিল্ডার ও ১৫ জন স্ট্রাইকার। মূলত আইএসএলে খেলা ফুটবলাররাই দলে সুযোগ পেয়েছেন। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বেশ কয়েক জন ফুটবলার রয়েছেন দলে।

কাতারে আয়োজিত এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতের গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান ও সিরিয়া। ১৩ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া, ১৮ জানুয়ারি উজবেকিস্তান ও ২৩ জানুয়ারি সিরিয়ার বিরুদ্ধে নামবে ভারত। কঠিন গ্রুপে পড়ায় নিজেদের সেরা দল খেলাতে চাইছেন স্তিমাচ। সেই কারণে বেশি ফুটবলারকে দেখে নিতে চাইছেন তিনি।

ভারতের প্রাথমিক দল

গোলরক্ষক; গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, অমরিন্দর সিংহ, বিশাল কাইথ, ধীরাজ সিংহ, গুরমীত সিংহ।

ডিফেন্ডার; রোশন সিংহ, বিকাশ ইয়ুমনাম, লালচুংনুঙ্গা, সন্দেশ জিঙ্ঘন, নিখিল পুজারি, চিংলেনসানা সিংহ, প্রীতম কোটাল, হরমিপাম রুইভা, শুভাশিস বসু, আশিস রাই, আকাশ মিশ্র, মেহতাব সিংহ, রাহুল ভেকে, নরেন্দ্র গহলৌত ও অময় রানাওয়াড়ে।

মিডফিল্ডার; সুরেশ সিংহ, রোহিত কুমার, ব্রেন্ডন ফার্নান্দেজ, উদান্ত সিংহ, ইয়াসির মহম্মদ, জিকসন সিংহ, অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ, গ্লেন মার্টিন্স, লিস্টন কোলাসো, দীপক টাংরি, লালেংমাওয়াইয়া রালতে, বিনীত রাই, নিনথোইগাংবা মিতেই, মহেশ নাওরেম সিংহ।

স্ট্রাইকার; সুনীল ছেত্রী, রহিম আলি, ফারুখ চৌধরি, নন্দকুমার, শিবশক্তি নারায়ণন, রাহুল কেপি, ঈশান পন্ডিতা, মনবীর সিংহ, কিয়ান নাসিরি, লালিনজুয়ালা ছাংতে, গুরকীরত সিংহ, বিক্রম প্রতাপ সিংহ, বিপীন সিংহ, পার্থিব গেগোই, জেরি।

বার্বাডোজে খেলেছেন আর্চার, জানে না ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কিকে না জানিয়েই বার্বাডোজের একটি স্কুল দলের হয়ে মাঠে নেমেছেন জফরা আর্চার। কনুইয়ের চোটের কারণে গত মার্চের পর থেকেই মাঠের বাইরে এ ফাস্ট বোলার।

দীর্ঘ পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ইংল্যান্ডের সাদা বলের স্কোয়াডের সঙ্গে অনুশীলন করতে বার্বাডোজে ছিলেন তিনি।

বিবিসি জানিয়েছে, তিন দিনের এ ম্যাচে ফাউন্ডেশন নামের একটি দলের হয়ে লর্ডসের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন আর্চার। প্রথম দিনে পেস আর বাঁহাতি স্পিনের মিশেলে বোলিং করে ১৮ রানে ৪ উইকেট নেন আর্চার। ওয়ান স্কোর ওয়েবসাইটে বার্বাডোজ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিভাগের দলের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। ব্যাট হাতে তিনি করেছেন ১১ রান। এ দলটি আর্চারের পুরোনো ক্লাব ক্রাইস্ট চার্চ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় বিভাগের ম্যাচটি এই সপ্তাহেও চলবে, তবে জানা গেছে আর্চার এরই মধ্যে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছেন।

আর্চার এই ম্যাচটি খেলেছেন, এমন শোনার পর কি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি এই বিষয়ে জানি না। আমি ব্যাপারটি দেখব।'

আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া ভারত সফরে ৫ টেস্ট সিরিজের জন্য ঘোষিত ইংল্যান্ড দলে নেই আর্চার। কি বলেছেন, কয়েক দফা চোটের পর আর্চারের ফেরার বিষয়টি তাঁরা 'নিয়ন্ত্রণ' করায় ২০২১ সালের পর টেস্ট খেলতে পারেনি আর্চার। এ বছর এখন পর্যন্ত মাত্র ৭টি সাদা বলের ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। বিশ্বকাপে একটা সময় দলের সঙ্গে থাকলেও মূল দলে নেওয়া হয়নি তাঁকে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের মাঝপথেই ভারত থেকে দেশে ফিরে যান তিনি।

কির ভাষ্য, 'আমরা ওর ব্যাপারে একটু রয়েসয়ে এগোতে চাইছি। আর্চারের ফেরার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ দিতে চাইছি না। যেটা আমরা আগে করেছি, সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করছি। সে আমাদের কাছে অমূল্য।'

অক্টোবরে ইংল্যান্ডের সঙ্গে দুই বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তি করা আর্চার ২০২০ সাল থেকেই কনুইয়ের চোটে ভুগছেন, পিঠের চোটেও ভুগছেন তিনি। কি জানিয়েছেন, আর্চার ২০২৪ আইপিএল নিলামের জন্য নাম নিবন্ধন করতে চেয়েছিলেন, তবে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া ইংল্যান্ড নিজেরাই তদারক করতে চেয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আগামী জুনে। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে হারের পর বাংলাদেশ সময় আজ ভোর থেকে শুরু হবে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

আফ্রিকার সেরা খেলোয়াড় নাপোলির ওসিমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ সালে আফ্রিকা মহাদেশের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন নাপোলির নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ভিক্টর ওসিমেন। গতকাল মরক্কোতে আফ্রিকান ফুটবল ফেডারেশন (সিএএফ) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়।

গত মৌসুমে নাপোলিকে লিগ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ওসিমেন এই পুরস্কার পাওয়ার পথে হারিয়েছেন পিএসজি ও মরক্কোর রাইটব্যাক আশরাফ হাকিমি এবং লিভারপুল ও মিসরের উইঙ্গার মোহাম্মদ সালাহকে।

আফ্রিকার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া ওসিমেনের কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। তিনি বলেছেন, 'এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। নাইজেরিয়ানদের সমর্থনের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। আফ্রিকাকে ধন্যবাদ জানাই, আমার ভুলত্রুটি থাকার পরও মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, উৎসাহ দেওয়া ও পাশে থাকার জন্য।'

গত মৌসুমে ৩৩ বছর পর লিগ শিরোপা জিতেছিল নাপোলি। সেই

শিরোপা জয়ের পথে সবচেয়ে বড় অবদানই রেখেছিলেন ওসিমেন। দলকে শিরোপা জেতানোর পথে করেছিলেন ২৬ গোল, করিয়েছেন আরও পাঁচটি। চলতি মৌসুমে লিগে করেছেন ১১ ম্যাচে ৬ গোল।

চোটের কারণে ২০২২ সালে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে খেলতে পারেননি ওসিমেন। যে টুর্নামেন্টে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে শেষ ষোলোতে হেরেছিল নাইজেরিয়া। এবার অবশ্য ওসিমেন এই টুর্নামেন্টের বাছাইপর্বে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। বাছাইপর্বে সর্বোচ্চ ১০ গোল করে শীর্ষ গোলদাতা ওসিমেন। এই টুর্নামেন্টের আগামী আসর ১৩ জানুয়ারি, আইভরি কোস্টে। গত বিশ্বকাপে প্রথম আফ্রিকান ও আরব দেশ হিসেবে সেমিফাইনালে খেলেছিল মরক্কো। এই আফ্রিকান দেশটিকে সেমিফাইনালে তোলার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন গোলকিপার ইয়াসিন বুনু। আফ্রিকার সেরা গোলকিপারের পুরস্কার পেয়েছেন বুনু। মরক্কো ফুটবল দলকে সেরা দল ও মরক্কোর কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই হয়েছেন সেরা কোচ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**